Annual Subscription : Rs. 360.00
Single Issue : Rs. 30.00
ISSN : 0017 - 324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৯ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী পৌষ ১৪৩১

সূচিপত্র

শতবর্ষে হৃদয়ের হর্ষে (সম্পাদকীয়) ৩
ড. জয়দীপ চন্দ ৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ ও আমাদের কর্তব্য
অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ৭
পেশাদারদের সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ
গৌতম গোস্বামী ১১
শতবর্ষের আলোকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ড. স্বপ্না রায় ১৪
একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সুযোগে রূপান্তরকরণ
শিবশঙ্কর মাইতি ১৬
ফিরে দেখা
ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও আমি : স্মৃতিচারণ (১৯৮৪-২০২৪)
বীথি বসু ২৪
শতবর্ষের আলোকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা
পরিষদ কথা ২৯
গ্রন্থাগার কর্মী সংবাদ ২৯

আপনি কি আপনার গ্রন্থাগারে লাইব্রেরি সফট্ওয়্যার নেওয়ার কথা ভাবছেন?
ভাবছেন কোন সফট্ওয়্যার নেব, কার কাছ থেকে নেব, ভবিষ্যতে সাপোর্ট পাব তো?
আরো ভাবছেন সফট্ওয়্যারের দাম সাধ্যের মধ্যে হবে তো?

কোহা'র কাস্টমাইজড ভার্সান

(সম্পূর্ণ লিনাক্স-এ (উবুন্তু/ডেবিয়ান) করা এই সফট্ওয়্যার গ্রন্থাগারগুলির দৈনন্দিন কাজে অত্যন্ত সহায়ক)
আমরা এবার

২০০ পেরোলাম

হ্যাঁ, অন্যান্যদের অনেক প্রলোভন কাটিয়ে, শুধু বিশ্বাস আর পরিষেবায় ভরসা করে বর্তমানে ২০০টির বেশি লাইব্রেরি আমাদের কাস্টমাইজড্ কোহা ব্যবহার করছেন। অপেক্ষায় আছেন আরও অনেকে। তাই পরিষদের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের আস্থায় আমরা আপ্লুত। আপনাদের ভরসার কারণঃ

প্রতিষ্ঠানটির নাম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
টেকনোলজির কচ্কচানি নয়, গ্রন্থাগারের মতন করে কাস্টমাইজ করা
মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়, খোলাখুলি যা করা সম্ভব তা বলা
কোন লুকানো দাম নেই বা এএমসির জন্য জোরাজুরি নেই উপরন্তু ন্যাকের চাহিদামতো রিপোর্ট তৈরি
পুরোপুরি পেশাদারিত্ব এবং ইন্সটলেশনের পাশাপাশি ডাটা এন্ট্রি, বার কোড ও স্পাইন লেবেল লাগান
প্রতিযোগিতার জন্য দামের হেরফের বা কোন অনায্য প্রতিশ্রুতি বা অন্যায় টেন্ডার নয়
সময়মতো সার্ভিস, বিপদে ফেলে পালিয়ে যাওয়া নয় এবং সহযোগিতা, সহমর্মিতা
চিরাচরিত ইনহাউস সার্ভার প্রযুক্তির সাথে অত্যাধুনিক ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহার
প্রতিনিয়ত সফট্ওয়্যারের ব্যাক আপ দেওয়া, ব্যাক আপ নিয়ে টালবাহানা নয়
ই-মেল অ্যালার্ট, এস এম এস পরিষেবা এবং বিশ্বমানে নির্ভরযোগ্য ট্রেনিং

তাই যারা এখনো আমাদের কাছ থেকে কোহা নেন নি তারা আর দেরি না করে অবিলম্বে ফোন বা ইমেল করুন। আশা করি বাকি ২০০টি লাইব্রেরির মতো আপনিও হতাশ হবেন না।

আমাদের কাস্টমাইজড ভার্সানের পরিষেবার খরচঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার – ১০০০০-১৫০০০ টাকা; বিদ্যালয় গ্রন্থাগার – ১০০০০-২০০০০ টাকা; কলেজ গ্রন্থাগার – ২০০০০-৪০০০০ টাকা; বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার – ৩০০০০-৪০০০০ টাকা

আন্তর্জাতিক মানের কোহা আপনার সাধ্যের মধ্যে এনে দিতে পারে একমাত্র
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, যার নামই ভরসা যোগায়

বিশদে জানতে ফোন/হোয়াট্সঅ্যাপ করুনঃ ৯৪৩২২৯৮৭৪৬ বা মেইল করুনঃ **blacal.org@gmail.com**

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ শমীক বর্মন রায় সহ-সম্পাদক ঃ প্রদোষ কুমার বাগচী পৌষ ১৪৩১

সম্পাদকীয়

।। শতবর্ষে হৃদয়ের হর্ষে।।

আমরা উদ্বেলিত

আমাদের প্রিয় পরিষদের শতবর্ষের পথ চলা শুরু হল। চলবে পুরো এক বছর ধরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে শতবর্ষ পালনের প্রথম পর্বে সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ বিশ্বভারতীতে। এর মাঝে আয়োজন করা হবে বিভিন্ন জেলায় নানান পর্যায়ের আলাপ আলোচনা সহ বহুবিধ অনুষ্ঠানের। শতবর্ষের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা দেশি-বিদেশি ও এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, কর্মী, সংগঠক সহ পরিষদের অনুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমরা বিনম্র অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

শতবর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনার আর্থিক ঝক্কি কম নয়। আমাদের প্রাথমিক বাজেট অনুযায়ী প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে ধরা হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য যা আমরা প্রতিবছর পেয়ে থাকি তা বিগত আর্থিক বছর সহ এখনো মেলেনি। তবুও আমরা বসে নেই। নানান উপায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে আমরা সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

আমরা অচঞ্চল

আমাদের শতবর্ষ পালনের অন্যতম গর্বের দিক হচ্ছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার করা। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি তাদের দেশে অনুষ্ঠান করতে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি সেখানে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, আমরা মনে করি তা অচিরেই তাঁরা দূর করতে পারবেন এবং দুই বাংলার মানুষ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে এবং ঐক্য ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ভাবনাকে বিকশিত করতে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

আমরা কৃতজ্ঞ

পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়ে পরিষদের অগণিত অনুরাগী, সদস্য এবং বিভিন্ন জেলা শাখার নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেটা উভয়ই — কায়িক এর আর্থিক। অনেকেই সারা বছর ধরে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শতবর্ষ সূচনাপর্বে সকলকে জানাই পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

আমরা আপ্লুত

শতবর্ষের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে গিয়ে আমরা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য পেয়েছি। তাদের মূল্যবান মতামতে সমৃদ্ধ হয়েছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পেশার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের শুভেচ্ছা সম্বলিত ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছেন এবং যা আমরা আমাদের মিডিয়া সেল এর মধ্য দিয়ে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আরো অনেক শুভেচ্ছা পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে পরিষদের পক্ষ থেকে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন জানাচ্ছি।

শতবর্ষের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আমরা একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে চলেছি। অল্প সময়ের ব্যবধানে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অল্প বেশ কিছু সময় লেখা পাওয়া গেছে। আরো আনন্দের ব্যাপার বেশ কিছু উৎসাহী প্রতিষ্ঠান তাদের বিজ্ঞাপন প্রদান করে আমাদের আগ্রহকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করেছেন। সকল বিজ্ঞাপনদাতা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা আরও একবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমরা সুদূরের পিয়াসী

পরিষদের শতবর্ষ ঘিরে আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস গর্ব এতো থাকবেই এবং তার যথাযথ প্রকাশ অবাঞ্ছিত নয়। তবু আমরা মনে করি, এটাই শতবর্ষ পালনের সব নয়। একটা প্রতিষ্ঠান সজীব থাকে তার ধারাবাহিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। তাই এই শতবর্ষের আনন্দের মাঝেও আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে স্বপ্ন, যে আত্মত্যাগ এবং যে সাংগঠনিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে পরিষদ শতবর্ষে উপনীত হয়েছে সেই শিক্ষার আলোকে অনুসৃত থাকার।

আমরা ঐক্যবদ্ধ

বহু মতের মিথষ্ক্রিয়াই অগ্রগমনের জ্বালানি। তাই শতবর্ষব্যাপী পরিষদ শিক্ষা নিয়েছে, সকলকে নিয়ে পথ চলার। প্রত্যেকের মতের অনুভবকে মান্যতা দেওয়ার। এই মন্ত্রেই আমরা চরৈবেতি চরৈবেতি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষ ও আমাদের কর্তব্য

ড. জয়দীপ চন্দ*
কর্মসচিব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই বছর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষে পদার্পণের বছর। ১৯২৪ সালে কর্ণাটকের বেলগাঁওতে তৃতীয় সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। এই সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৫ সালে অবিভক্ত বঙ্গদেশে জেলাভিত্তিক একাধিক গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার পূর্ণতা পায় ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে নিখিলবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ (All Bengal Library Association) গঠনের মাধ্যমে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির কামনা জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাবার্তা প্রেরণ করেন। এই বার্তায় তিনি লেখেন, ''আমি আপনাদের আন্দোলনকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। আপনাদের আন্দোলন উন্নতি ও প্রসার লাভ করুক ইহাই কামনা।'' নবগঠিত এই পরিষদের সভাপতির হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হিসেবে শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে পরবর্তী সম্মেলনে পরিষদের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদ রাখার প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৩৩ সালের সম্মেলন থেকে All Bengal Library Association থেকে Bengal Library Association নাম পরিবর্তন কার্যকরী হয়। এই সময় থেকেই বাংলায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' নামটির প্রচলন শুরু হয়। এই সময় থেকেই পরিষদের পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ১৯শে আগস্ট পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিষদের নতুন গঠনতন্ত্র উপস্থাপিত হয় ও গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য এই তারিখটি ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করা হত। ১৯৫৬ সাল থেকে এই তারিখ পরিবর্তন করে পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিবছর ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসেবে পুনরায় উদ্‌যাপিত হতে শুরু করে যা এখনো সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে।

বস্তুত, দেশের মধ্যে প্রথম গ্রন্থাগারের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ থেকে আরম্ভ করে বাংলায় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ঐতিহ্যশালী 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশ, 'পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯' প্রণয়নে সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ, গ্রন্থাগারের জন্য সরকারের আলাদা ডাইরেক্টরেট গঠন থেকে আরম্ভ করে রাজ্যের ১৭০টি শহর গ্রন্থাগারগুলোতে কোহা সফ্‌টওয়্যার ইনস্টলেশনের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূচনা করা, ১৯৩৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স সংগঠিত করা, নিয়মিতভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সংগঠন, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য দাবিদাওয়ার আন্দোলন সংগঠিত করা, গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, রাজ্যের ও দেশের তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 'কোহা' সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা, গ্রন্থাগারগুলোর ইউনিয়ন ক্যাটালগ তৈরি করা — কর্মযোগ্য বড় কম নয়।

এই কর্মযোগ্যের মধ্যে যোগ হয়েছে শতবর্ষের জন্য বিভিন্ন কাজকর্ম। পরিষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন এবং পরবর্তীকালে এই সংক্রান্ত প্রকাশনা, পরিষদের নামে ডাকটিকিট ও বিশেষ প্রচ্ছদ প্রকাশ, পরিষদের নামে ক্যালেন্ডার প্রকাশ, শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা, পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, পরিষদের নামে পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের রাস্তায় নামকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ, রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের নিয়ে একটি অনলাইন ডাইরেক্টরি সংকলনে উদ্যোগ গ্রহণ, শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী ও অপোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ, পরিষদের বিভিন্ন সময়ের ছবির আর্কাইভ তৈরি, পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রাক্তনীদের তালিকা প্রস্তুত করা, পরিষদের কর্মসমিতি, কাউন্সিল ও বিভিন্ন উপসমিতির সদস্যদের সাল অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন, পরিষদের গ্রন্থাগারে এযাবতকাল কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের তালিকা

* দূরভাষ - ৯৪৩২২ ৯৮৭৪৬

প্রণয়ন, গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগারিক দিবসের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন (বক্তা, বিষয়, স্থান, তারিখ, ইত্যাদি), পরিষদের বিভিন্ন স্মারক বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন, 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার এযাবতকাল পর্যন্ত সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকদের তালিকা প্রণয়ন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য 'তিনকড়ি দত্ত' স্মারক পদক প্রাপকদের তালিকা প্রণয়ন, পরিষদের বিভিন্ন নথিপত্রের আর্কাইভ প্রস্তুতি, পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সের শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং প্রথম তিনজন স্থানাধিকারীর তালিকা প্রণয়ন, পরিষদের নতুন ব্রোশিওর প্রস্তুতি, শতবর্ষ উদ্‌যাপনের বিস্তারিত ফ্লায়ার প্রস্তুতি, পরিষদের উপর তথ্যচিত্র নির্মাণ, বিভিন্ন ইউটিউব ভিডিও প্রস্তুতি, উইকিপিডিয়াতে পরিষদের তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রস্তুতি, পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এযাবতকাল পরিষদ সংক্রান্ত ঘটনাবলী সম্বলিত সালতামামি প্রস্তুতি, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার দিনলিপি প্রকাশ, এইধরনের কাজ করার সাধ তো অনেকেই। কিন্তু সাধ্য আছে কি? প্রশ্ন সেখানেই।

শুধু বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ বা তথ্য সংকলন নয়, পরিষদের শতবর্ষের পুরো বছর ধরে সংগঠিত হতে চলেছে একাধিক একদিন, দু'দিন বা তিনদিনের রাজ্য পর্যায়ের, জাতীয় পর্যায়ের এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন। এর সূচনা হবে আগামী ২০শে ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সভাগৃহে তিন দিনের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। এই সম্মেলনের বিষয় নির্ধারিত হয়েছে: Role of Library Associations in Library Movement in the Country। যৌথ সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বছর হল বেঁলগাও সম্মেলনের শতবর্ষ, তাই এই বিষয়ের নির্ধারণ। এছাড়াও শতবর্ষের বছরে আরও যে সমস্ত সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি হল: ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে একদিনের সম্মেলন, ২০২৫ সালের ২১-২৩ মার্চ বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে ৫৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২০২৫ সালের ১১ মে হাওড়া জেলার বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগারে একদিনের সম্মেলন, ২০২৫ সালের ২৯ জুন বর্ধমান জেলায় একদিনের সম্মেলন, ২০২৫ সালের ১৭ আগস্ট বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগারিক দিবস' উদ্‌যাপন, ২০২৫ সালের ১২-১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে দুদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ২০২৫ সালের ২৫-২৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দিনের জাতীয় সম্মেলন এবং ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলার সিধু-কানহো-বীরসা সরকারি শহর গ্রন্থাগারে একদিনের সম্মেলন। এছাড়াও ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আগামী বছর সুবিধামত কোন সময়ে। পরিষদের শতবর্ষ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে ২০২৫ সালের ২০-২১শে ডিসেম্বরে বিশ্বভারতীতে দু'দিনের জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও পরিষদের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার এবং মালদহ জেলা শাখা দুটি একদিনের রাজ্যস্তরের সম্মেলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে অবহিত করেছে। স্মরণাতীত কালে আর কোন সংগঠন একবছরের মধ্যে এতগুলো সম্মেলন, বা অন্যান্য কার্যক্রম করার সাহস দেখাতে পেরেছে বলে জানা নেই।

পরিষদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে একবছরের মধ্যে এতগুলো কাজ সম্পন্ন করতে গেলে প্রয়োজন লোকবল, অর্থবল এবং সর্বোপরি একটি সংগঠিত ডেটাবেস। পরিষদের মত একটি সংগঠনের সংগঠিত ডেটাবেসের বড়ই অভাব। পরিষদের হেফাজতে এত ধরনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি রয়েছে উপযুক্ত নির্ঘণ্টের অভাবে তার অনেকগুলোই দরকারের সময়ে খুঁজে পাওয়া যায়না। নিজেরাই যদি গুছিয়ে উঠতে না পারি তবে কি করে কাজ সম্পন্ন করা যাবে? তাই অবিলম্বে দরকার নিজেদের যার রয়েছে তার সঠিক সজ্জায় বিন্যাস। এককথায় পরিষদকে গুছিয়ে ফেলা।

আর সব থেকে বেশি দরকার সদিচ্ছা যার অভাবে কোন কাজই সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্য বা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যদের পক্ষে এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সম্পাদন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রয়োজন সকলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সুচিন্তিত মতামতের। অনেকের কাছেই পরিষদ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন নথি রয়েছে, খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদের অংশবিশেষ রয়েছে, প্রচুর ছবি রয়েছে। সব এক ছাতার তলে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমরা একটা বড় আর্কাইভ গঠন করতে পারব যার মাধ্যমে পরিষদ সংক্রান্ত যেকোন ধরনের তথ্য দরকার মতো যথাযথ স্থানে পেশ করা যাবে বা বিভিন্ন সংকলন প্রকাশ করা সম্ভবপর হবে।

তাই আগামী প্রজন্মের কাছে পরিষদের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে, পরিষদের কর্মকান্ডকে সমাজের মধ্যে চিরজাগ্রত করে রাখতে সবাইকে আগামীদিনে পরিষদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সঙ্গে অনবরত যোগাযোগের আবেদন রইল। পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্মে নিজেদের সংযুক্ত করতে হবে এবং সাধ্যমত পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনবরত অংশগ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত ক্ষোভ বিক্ষোভ, মান অভিমানের সময় এটা নয়, সময় পরিষদের পতাকাকে শিখরে তুলে ধরার। আমাদের ভালবাসার, গর্বের, অহঙ্কারের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আরো শত শত বছরে তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখুক এই কামনা করি।

।। তোমারে সেলাম।।

পরিষদের বর্ষব্যাপী শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রথম পর্বে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার পেশাজীবীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, কায়িক শ্রম দিয়ে — নানাভাবে তাঁরা পরিষদের প্রতি তাঁদের অসীম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের শতবর্ষের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন সেটা বিশাল গর্বের ব্যাপার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয়া উপাচার্য, মাননীয় রেজিস্টার সহ সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রমণ্ডলীসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কর্মীদের আমরা জানাই যথাযথ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা। এই অনুষ্ঠানে দেশবিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থাগার সংগঠক সহ নানান আধিকারিকরা উপস্থিত থাকছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ডাকবিভাগের পূর্বাঞ্চল অধিকর্তার উপস্থিতি আমাদেরকে আরও গর্বিত করেছে। এছাড়াও উপস্থিত থাকছেন বহু শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক সহ অনেকেই।

পরিষদের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে কিংবা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের প্রার্থিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন।

প্রতিটি সজীব জেলা শাখা এগিয়ে এসেছেন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা সকলে একটি পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। সকলকে সাথে নিয়ে সকলের ভালোবাসায় আমরা আগামীদিনে আমাদের গ্রন্থাগার ভাবনার নানান দিকে আরো প্রকাশ করতে পারবো এই আশা করতেই পারি।

সম্পাদক
গ্রন্থাগার

পেশাদারদের সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

১. সূচনা:

পেশা (Profession) বলতে এমন একটি বৃত্তিমূলক সেবাকর্মকে বোঝায় যার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ, যেটা ব্যক্তির আত্মতুষ্টির জন্য নয়, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেও ব্যবহৃত হয় এবং যার সাফল্য কেবল আর্থিক মানদণ্ডে নয়, সামাজিক মানদণ্ডেও পরিমাপ করা হয়।[১] পেশাগত কাজের মাধ্যমে পেশাদাররা জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য করা সব কাজকেই পেশা বলা যায়না। কোন কাজকে পেশা হিসাবে গণ্য করতে হলে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল[২]:

(১) একটি পেশার অনুশীলনকারীরা যে কাজগুলি করেন তা হয় বৌদ্ধিক ধরনের।

(২) একটি পেশার নিজস্ব একটি দর্শন থাকে।

(৩) একটি পেশার কিছু বিশেষ ধরনের কলাকৌশল থাকে।

(৪) একটি পেশার অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

(৫) একটি পেশার নিজস্ব একটি আচরণবিধি থাকে যা প্রত্যেক পেশাদারকে মেনে চলতে হয়।

(৬) একটি পেশার অনুশীলনকারীদের একটি সংগঠন থাকে।

(৭) একটি পেশায় প্রবেশ করার জন্য এবং ওই পেশার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য কিছু মানদণ্ড নির্ধারিত থাকে।

(৮) একটি পেশা তার প্রতিটি সদস্য-এর উপর কিছু দায়িত্ব প্রদান করে।

(৯) একটি পেশার সদস্যরা তাদের পেশাটি স্থায়ীভাবে অনুকরণ করেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি পেশা হল একটি অর্থোপার্জনের জন্য করা কাজ যার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত জ্ঞানের সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় যা সেই বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজকে পরিষেবা প্রদান করে।

২. গ্রন্থাগারিক পেশা:

আগে অল্প কয়েক ধরনের কাজকেই পেশা হিসাবে গণ্য করা হতো, যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা ও ধর্ম যাজকের কাজ। পরবর্তীকালে পেশার বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে অর্জন করার ফলে আরও অনেকগুলি কাজ পেশার পর্যায়ে উন্নীত হয়। গ্রন্থাগারিকতাও ওই ভাবে পেশার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

৩. গ্রন্থাগারিকতা পেশার সংগঠন:

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে পেশা অনুশীলনকারীদের সংগঠন বা সমিতির অস্তিত্ব যেকোনো পেশার একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক স্তরে, জাতীয় স্তরে এবং স্থানীয় স্তরে গ্রন্থাগারিকদের ওই ধরনের সংস্থা গঠিত হয়েছে, যেমন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস (IFLA), আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (USA), চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন প্রফেশনালস (UK), কর্ণাটক স্টেট লাইব্রেরি এসোসিয়েশন, হায়দ্রাবাদ লাইব্রেরি এসোসিয়েশন ইত্যাদি। ভারতে বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন ধরনের ৩০টিরও বেশি গ্রন্থাগার সমিতি আছে। তার মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অন্যতম। এই পেশার প্রসারে এসব সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.১ গ্রন্থাগারিকদের সমিতির ভূমিকা ও দায়িত্ব:

ক্লিফটে (Clift)-এর মতে, একটি গ্রন্থাগারিকদের সমিতির লক্ষ্য হলো শিক্ষা ও গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের

* দূরভাষ - ৯২৩১৮ ৮০৬৬৭

আগ্রহ বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রসার, গ্রন্থাগার পেশার অগ্রগতি এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার উন্নতি নিয়ে কাজ করা। তিনি আরও বলেছেন যে একটি গ্রন্থাগার সমিতির, তা যেকোনো ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত হোক না কেন, বা যেকোনো আকারেরই — ছোট বা বড় — হোক না কেন, বা যেকোনো সময়ই হোক না কেন, তিনটি প্রধান দায়িত্ব পালন করা উচিত। ওই দায়িত্বগুলি হলো :

— নেতৃত্বের দায়িত্ব

— জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির দায়িত্ব

— গ্রন্থাগারিকতা পেশার জন্য এক ধরনের বিবেক হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব।

৩.২ গ্রন্থাগারিকদের সমিতির কার্যাবলি:

প্রতিটি গ্রন্থাগারিকদের সমিতি তার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে। তবে একটি আদর্শ সমিতির কার্যাবলী হলো[২] :

(১) গ্রন্থাগার পেশায় নিয়োজিত বা আগ্রহী সকল ব্যক্তিকে একত্রিক করা;

(২) গ্রন্থাগার পরিষেবা ও পেশার আগ্রহকে উৎসাহিত করা;

(৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থ প্রদর্শনী, বক্তৃতা, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করা;

(৪) গ্রন্থাগারিকতা পেশার সম্মান বৃদ্ধি ও পেশাদারদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করা;

(৫) গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য কাজ করা;

(৬) পেশাগত সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করা,

(৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগারিকদের সমিতির সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(৮) গ্রন্থাগারিকতা পেশার সমস্যাগুলি সমাধান খুঁজে বের করা।

৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা:

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভারতে স্থাপিত দ্বিতীয় গ্রন্থাগারিকদের সংগঠন, যেটি ১৯২৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সভাপতিত্বে কাজ শুরু করে এবং গত একশ বছর ধরে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৪.১ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

পরিষদের করা বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল :

(১) পরিষদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইন পাশ হয়, যা এই রাজ্যে সাধারণের গ্রন্থাগার পরিষেবার সম্প্রসারণের দ্বার উন্মুক্ত করে।

(২) পরিষদ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও সামাজিক পদমর্যাদা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ও করে।

(৩) যদিও পরিষদ একটি রাজ্য স্তরের সংগঠন, এটি দেশে গ্রন্থাগারিকতা পেশার জন্য প্রযোজ্য একটি নৈতিক আচরণ বিধির অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন। ওই ধরনের একটি আচরণ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পেশাদারদের অবহিত করার জন্য এবং দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, যাতে এব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হন, পরিষদ ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত ৪০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ওই বিষয়ে বিশদ আলোচনার ব্যবস্থা করে। দুভাগ্যবশতঃ ওই আচরণ বিধি আজও তৈরি হয়নি।

(৪) পরিষদ ১৯৩৭ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালন করে আসছে, যা সম্ভবত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় কোর্স।

(৫) পরিষদেরই প্রচেষ্টায় রাজ্যের পূর্ববর্তী সরকার মানুষকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে এবং বই পড়ার প্রচারের জন্য বিভিন্ন জেলায় নিয়মিত বইমেলা শুরু করে যা আজও চালু আছে।

(৬) পরিষদ ১৯৪২ সালে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশ (Bengal Province)-এ অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির

একটি ডাইরেক্টরী প্রকাশ করে, যেটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এই সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৭) পরিষদ ২০০৯-২০১০ সালে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সাহায্যে রাজ্যে সাধারণের গ্রন্থগুলিতে পাঠক সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা অনুসন্ধান করার জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্প-এর কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যায় যে এই প্রকল্পটিতে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকদের উপস্থিতির সংখ্যা এবং নথিভুক্ত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৮) পরিষদ ছোট ও মাঝারি ধরনের গ্রন্থাগারে গ্রন্থ বিন্যাস সুগম করার জন্য একটি বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রকাশ করেছে।

(৯) পরিষদ গ্রন্থাগারকে স্বয়ংক্রিয়করণ করার জন্য ব্যবহৃত কোহা সফট্ওয়্যারের একটি কাস্টমাইজ সংস্করণ তৈরি করেছে এবং ওই কাস্টমাইজড সংস্করণের ইনস্টলেশন, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা সেবা প্রদান করে। ইতিমধ্যেই পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে ১৭০টি নগর গ্রন্থাগারে কোহা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও পরিষদের সাহায্যে ভারত ও বাংলাদেশের ২০০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারে এই সিস্টেম চালু হয়েছে।

(১০) পরিষদ WebLitNet নামে দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সম্পদগুলির একটি অনলাইন-এ উপলব্ধ যৌথ সূচি সংকলনের কাজ করছে। এই কাজটি খুব সহজ নয় কারণ বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি তাদের অনলাইন সূচিগুলি সংকলনের কাজে বিভিন্ন সফট্ওয়্যার ব্যবহার করেছে।

(১১) গ্রন্থাগারের স্বয়ংকৃতকরণ করতে হলে ম্যানুয়াল কার্ড ক্যাটালগের পঞ্জিয় তথ্যকে মেশিন-পাঠযোগ্য বিন্যাসে রূপান্তর করার প্রয়োজন হয়। অনেকগুলি গ্রন্থাগারকে পরিষদ এই ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে।

(১২) পরিষদ বিগত ৭৫ বছর ধরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধ লেখা প্রবন্ধ সম্বলিত একটি পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে।

(১৩) পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশ করেছে ও করে।

(১৪) পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলন, সেমিনার, রিফ্রেশার কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করে।

(১৫) পরিষদ গ্রন্থাগারিকদের এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য এর পুরাতন ভবনে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার পরিচালনা করে এবং এর নুতন ভবনে একটি সাধারণের গ্রন্থাগার পরিচালনা করে।

৫ উপসংহার:

পরিষদের উপরোক্ত কার্যাবলী অনুধাবন করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিঃসন্দেহে দেশের অন্যতম একটি সক্রিয় গ্রন্থাগারিকদের সমিতি। এটি রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর উল্লেখযোগ্য অবদান রাজ্যে গ্রন্থাগারিকতা পেশার উন্নয়নে সহায়তা করেছে। এই পরিষদ একটি পেশাদার সমিতির সমস্ত ঈপ্সিত কাজগুলিই শুধু সম্পাদন করেনা, এমন কিছু কাজ করেছে ও করে যা জাতীয় স্তরের গ্রন্থাগারিকতা পেশার সমিতিগুলিও করার সাহস দেখায়নি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে পর্যাপ্ত জনবল না পেলে পরিষদ তার গতি ধরে রাখতে পারবেনা। তরুণ পেশাদারদের আরও বেশি সংখ্যায় এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে যাতে পরিষদ তার কাজ আরো কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে পারে। আর ভবিষ্যতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে পরিষদের তিনটি বিষয়ে অগ্রসর হওয়া দরকার বলে মনে হয়। প্রথমটি হলো বাংলা বইয়ের জন্য একটি সূচীকরণ সংহিতা প্রনয়ণ। এতে রাজ্যের ছোট ছোট সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির খুব উপকার হবে। দ্বিতীয়টি হলো দেশের গ্রন্থাগারিকদের জন্য আচরণবিধি প্রনয়ণের ব্যাপার নিয়ে আবার অগ্রসর হওয়া। পরিষদ বিষয়টি দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগার সমিতিগুলির সামনে পুনরায় উত্থাপন করতে পারে যাতে এ ধরনের একটি বিধি খুব শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়। আর তৃতীয় বিষয়টি হোল ৬০ বছরের পুরানো ওয়েষ্ট বেঙ্গল লাইব্রেরি ডাইরেক্টারিটির একটি নতুন সংস্করণ

প্রকাশ করা, কারণ এটি একটি অনন্য আকর গ্রন্থ।

তথ্যসূত্র:

১. সুস্মি। পেশা কি? পেশার বৈশিষ্ট্য কি কি? https://gurugriho.com/পেশা-কি-পেশার-বৈশিষ্ট্য-ক/#৬_প্রতিনিধিত্বমূলক_সমিতি

২. Amitabha Chatterjee. Librarianship as a Profession: A Literature Survey (M Lib Sc Dissertation submitted to University of Delhi). 1964.

৩. David H Clift. Professional Library Association Canadian Library Association Bulletin. V 16. 1959.

৪. Ratna Bandyopadhay and others. "Come to Your Library" : BLA Project for Promotion of Reading in West Bengal. Paper Present at World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, 10-15 August 2010, Gothenburg, Sweden.

৫. Bengal Library Association. http://www.blacal.org/

।। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি।।

পরিষদের শতবর্ষ উপলক্ষে গ্রন্থাগার পত্রিকার বিশেষ সংকলন প্রকাশ পাবে এবং সাথে সাথে শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অন্য আরেকটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ পাবে। পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী সহ সকলের কাছে অনুরোধ করছি এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং অনধিক চার পাতার মধ্যে আপনার লিখিত প্রবন্ধ দুই কপি দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে। লেখা মনোনীত হলে তা অবশ্যই প্রকাশ করা হবে।

।। সদ্য প্রকাশিত।।

❖ গ্রন্থাগার পত্রিকা সম্মিলিত সূচি/ড. অসিতাভ দাশ এবং ড. স্বগুণা দত্ত ♦ ৫০০.০০ টাকা।

❖ বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন লাইব্রেরি এবং অন্য এক রবীন্দ্রনাথ/ সুকুমার দাস ♦ ২৭৫.০০ টাকা।

❖ **Evolution of Resource Description/ Ratna Bandopadhyay ♦ Price : Rs. 380.00/-**

প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলকাতা-৭০০ ০১৪

শতবর্ষের আলোকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গৌতম গোস্বামী
সহ সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করছে যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ করে গ্রন্থাগার আন্দোলনে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে একশত বছর (১০০ বছর) উত্তীর্ণ হয়েছে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা অনেক আছে। কিন্তু একশত বছরে (১০০ বছরে) পদার্পণ করেছে এমন গ্রন্থাগার পরিষদের সংখ্যা কটা আছে জানা নেই। যদি থেকে থাকে তবে হাতে গোনা যাবে। একমাত্র ''অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থালয় পরিষদ'' ১৯১৪ সালে জন্মলাভ করে। স্বাধীনতার পূর্বে যে সকল রাজ্যে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল যার মধ্যে শত বছর পূর্ণ হয়েছে কিছু গ্রন্থাগার পরিষদের আর বাকিরা হল :—

মহারাষ্ট্র লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯২১), গুজরাটি পুস্তকালয় মণ্ডল (১৯২৩); বরোদা স্টেট লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯২০), পাঞ্জাব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯২৯), কর্ণাটক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯২৯), মাদ্রাজ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯২৮), অল কেরালা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩০), অল ত্রিবাঙ্কুর লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৩), বোম্বাই লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৫), বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সংঘ (১৯৩৬), লাহোর লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৭), মালাবার লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৭), আসাম লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৮), উৎকল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৯), দিল্লী লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৯), ত্রিবাঙ্কুর গ্রন্থালয় সংঘম (১৯৪৫), বোম্বাই পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৫), সেন্ট্রাল প্রভিন্স এণ্ড বেরার লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৫)।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে যে সব গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি :

হায়দ্রাবাদ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৫১), বিহার লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৫৫), উত্তরপ্রদেশ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৫৬), মধ্যপ্রদেশ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৫৭), গোমন্তক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬৩), কর্ণাটক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬১), মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থাগালয় সংঘ (১৯৬২), রাজস্থান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬২), গুজরাত গ্রন্থালয় সংঘ (১৯৬৪), জম্মু এণ্ড কাশ্মীর লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬৬), হরিয়ানা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৬৭), কেরালা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৭২), মণিপুর লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (১৯৮৭)।

উল্লেখিত গ্রন্থাগার পরিষদ নিজ নিজ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে। তাদের কাজ করার একটা উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা। সেক্ষেত্রে অনেক রাজ্যই সফলতার মুখ দেখেছে। এখনও পর্যন্ত দেশের ১৯টি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রাপ্তি হিসাবে ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়। এই আইন প্রবর্তনের জন্য আরও অনেক সংগঠনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২০২৩ সালের গণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ১০,২৫,৫২,৭৮৭ এবং জেলার সংখ্যা ২৩, সাক্ষরতার হার ৮০.৮৬%। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে ৭৭ বছর আগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৭৭ বছর পরেও মানুষকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতে হচ্ছে একাধিকবার। আপামর জনগণের কাছে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার চিত্র তুলে ধরতে না পারার দায় যেমন পরিষদকে নিতে হবে তেমনি প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত গুণিজনদের এর দায় নিতে হবে। কারণ একা পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয় এই কাজ সম্পন্ন করার। ২০১১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট অনুযায়ি ভারতবর্ষের ১২১ কোটি মানুষের মধ্যে ৮৩.৩ কোটি মানুষ গ্রামে বাস করে এবং ৩৭.৭ কোটি মানুষ শহরাঞ্চলে বাস করেন। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের ২০ কোটি মানুষের মধ্যে গ্রামের বসবাসকারি লোকের সংখ্যা শহরে বসবাসকারি লোকসংখ্যার থেকে বেশি। জনশিক্ষা প্রসারে পশ্চিমবঙ্গে দুটি শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে — প্রথাগত

* দূরভাষ - ৮৮৩৪০ ৪৩৯৫২

শিক্ষাব্যবস্থা এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থা। গ্রামের বহু মানুষ এখনও পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারে নি। তাদের শিক্ষার অঙ্গনে আনার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বেশি বিদ্যালয়। কিন্তু তাদের জীবনজীবিকার কথা চিন্তা করে এক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেখানে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকবে না। এমন শিক্ষাঙ্গনের নাম গ্রন্থাগার যা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় পরে। দীর্ঘ ১০০ বছর ধরে পরিষদ সেই আন্দোলন করে আসছে যাতে এই ধরনের মানুষজন শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। এই প্রবন্ধে শতবর্ষের আলোকে পদার্পণ করা পরিষদের কর্মধারা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো। যদিও পরিষদ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হওয়ার পর সরকার পোষিত ২৪৮০টি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সেই সময় পরিষদ মনে করে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাক্ষরতা অভিযান চালালে বহুমানুষকে শিক্ষার অঙ্গনে যেমন আনা যাবে তেমনি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষের কাছে পৌঁছাবে। তদানীন্তন সরকারকে এই ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তা কার্যকর করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি। এই অসফলতার দায় অনেকের উপর বর্তায়। পরিষদের সাথে সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত অন্যান্য সংগঠনের দায়িত্ব ছিল এই প্রচেষ্টা সফল করার। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই প্রচেষ্টা স্থবিরতা লাভ করে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে একটি পত্রিকা এখনও পর্যন্ত প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় যার নাম 'গ্রন্থাগার'। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর বাংলাভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা। এর দীর্ঘ পরিক্রমা শুরু হয় ১৯৩৭ সাল থেকে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এটি দুটি ভাষার (ইংরাজি ও বাংলা) সমন্বয়ে প্রকাশিত হতো এবং বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশ হতো ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। পত্রিকার নাম ছিল ''বুলেটিন অফ দি বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন''। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রমীলচন্দ্র বসু (১৩৫৮-১৩৬১)। এরপরে সম্পাদনার দায়িত্বে আসেন যথাক্রমে প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকান্তি দাশগুপ্ত, চঞ্চল কুমার সেন, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সাহা, সত্যব্রত সেন, প্রদীপ চৌধুরী, পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌতম গোস্বামী, অজয়কুমার ঘোষ, ড. শ্যামল রায়চৌধুরী। এখন আছেন শমীক বর্মন রায়। ১৯৫৬ সাল থেকে এটি মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয় আগের মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সংবাদের সংক্ষিপ্তসার (English Abstracts) সমেত। এছাড়া বাংলা মাসের বৈশাখ/জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আগের বছরে প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য সংবাদের নির্ঘন্ট প্রকাশিত হয় যা পরবর্তীতে গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই পত্রিকা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সাথে যুক্ত ছাত্র/ছাত্রীরা ছাড়াও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। পত্রিকায় বহু মনীষিদের অমূল্য লেখা পাওয়া যায়। তা যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকার ভূমিকা গ্রহণ করে তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় জানা যায়। রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারা যায়। বর্তমানে এই পত্রিকার গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৩৭০০। পত্রিকার প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' প্রদান করা হয়।

পরিষদের প্রকাশনার ভাণ্ডারে যেমন আছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ (বাংলা ও ইংরাজি ভাষায়) তেমনি আছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ। বর্তমানে প্রকাশনার গতি কিছুটা শ্লথ। কারণ দুটি — অর্থনৈতিক এবং ভালো প্রকাশযোগ্য পাণ্ডুলিপি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের অভাব এখনও আছে। পরিষদকে দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কিছু প্রকাশনার যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাজে লাগবে। এবং পরিষদ শীঘ্রই এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন গ্রন্থাগার/বইকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাই সুদক্ষ কর্মীবাহিনী। সেই সুদক্ষ কর্মীবাহিনী তৈরি করার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণে পরিষদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছাড়া এই শিক্ষণ ব্যবস্থা এখনও একইভাবে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বহু গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া যাবে। এবং তারা অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে কাজ করেছেন বা কাজ করে চলেছেন। এটা পরিষদের কার্যধারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটা দিক। এই কোর্সের সঙ্গে একসময় এমন সব মনীষি যুক্ত ছিলেন যাঁরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

শিক্ষণের শিরোনামে আসে। এই কোর্সের সমস্ত বিষয় বর্তমান সময়োপযোগী করে তোলার জন্য পরিষদ প্রতিনিয়ত বিশিষ্টজনের মতামত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের উপর নজর রেখে চলে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাশাপাশি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অভিমুখীন প্রশিক্ষণ (Orientation training) প্রায় নিয়মিত করানো হয়। এই কোর্স করার পর ছাত্র/ছাত্রীরা সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের যোগ্যতার সাথে কাজ করছে।

উল্লেখিত কার্যধারা ছাড়াও পরিষদের অন্যান্য কার্যধারার মধ্যে আছে — বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সাধারণ ও বিশেষ গ্রন্থাগারের সমস্যা, গ্রন্থাগারে কর্মরত কর্মীদের সমস্যা, অপোষিত ও বেসরকারি গ্রন্থাগারের সমস্যা প্রভৃতি সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপসমিতি আছে। প্রত্যেকটি উপসমিতি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে যোগ্যতার সাথে কাজ করে চলেছে। শুধু গ্রন্থাগার বা কর্মীদের সমস্যা সমাধান নয়, সরকারকে বিভিন্ন সময়ে নানাধরনের প্রস্তাব পাঠিয়ে, যেমন গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন করে প্রস্তাব, যাতে সুষ্ঠভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যায়। প্রায় প্রত্যেক বছর পরিষদ ''বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন'' এর আয়োজন করে। সম্মেলনে নির্দিষ্ট সময়োপযোগী আলোচ্য বিষয় থাকে সঙ্গে কর্মীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার নির্যাস প্রস্তাব আকারে সরকারের কাছে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। সম্মেলন ছাড়াও প্রত্যেক বছর ''গ্রন্থাগার দিবস'' এবং ''গ্রন্থাগারিক দিবস'' (আর দুটি সংগঠনের সহযোগিতায়) পালন করা। সেখানেও নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় থাকে। বর্তমান সময়োপযোগি ভাবনা চিন্তার উপর ভিত্তি করে ''স্মারক বক্তৃতার'' আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে আছে — শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা, ফণিভূষণ রায় স্মারক বক্তৃতা, গীতা চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, প্রবীর রায়চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা, রামকুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা, বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ইত্যাদি।

পরিষদের কর্মকাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় ছড়িয়ে দেবার জন্য জেলায় জেলায় পরিষদের জেলা কমিটি বর্তমান। পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রম জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেবার জন্য জেলা কমিটিগুলি উদ্যোগ নেয়।

সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সরকারের পরিচালন কমিটিতে পরিষদের প্রতিনিধি পাঠানো হয়। সেখানে তারা পরিষদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

পরিষদের সল্টলেক বাড়িতে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগার থেকে স্থানীয় অধিবাসিরা উপকৃত হন।

যেহেতু পরিষদ শতবর্ষে পদার্পণ করছে সেহেতু পরিষদের কর্মকাণ্ডের কথা আপামর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মানুষকে জানানোর প্রয়োজন মনে করছি। এখনও অনেক মানুষ আছে/আছেন যারা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য বহু সংগঠন আন্দোলন করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে সংগঠনগুলি আছে যেমন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (অবসরপ্রাপ্ত) ইয়াসলিক ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি সংগঠন ছিল যা এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। বিদ্যালয়, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের আলাদা সংগঠন আছে। কিন্তু কোন সংগঠনেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন কার্যধারা পরিলক্ষিত হয় না।

এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যধারার সবকিছু বিশদে উল্লেখ করা যায় নি। যদি কেউ এই প্রবন্ধে পরিষদের অনুল্লেখিত কার্যধারা যুক্ত করতে চান তাঁকে বা তাঁদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাই। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আমি ধন্য।

তথ্যপঞ্জি:

১. পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ/কৃষ্ণপদ মজুমদার .– কলকাতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ২০০৮

২. সাধারণ গ্রন্থাগার আইন : একটি তুলনামূলক আলোচনা/অনীতা ভট্টাচার্য .– কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৭

আমরাই মানুষ গড়ি
আমরাই সুসভ্য দেশ গড়ি
এটাই আমাদের অঙ্গীকার

একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সুযোগে রূপান্তরকরণ

স্বপ্না রায়*
প্রাক্তন উপ অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ, প.ব. সরকার

সূচনা — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১০০ বছরে পা রাখলো। একটি অ-সরকারি, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী, অলাভজনক সংস্থার ১০০ বছর হওয়া বড় কম কথা নয়। এই ১০০ বছরের সালতামামি লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের রাজ্যে যে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকাঠামো ছিল, তাকে ক্রমে ক্রমে সংহত করে, সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে একটি ব্যবস্থা বা system-এর অবয়ব দেওয়ার প্রধান রূপকার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং অবশ্যই সরকারের সহযোগী হিসেবে। এসব ইতিহাস আপনারা জানেন। আমাদের এই রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে বিপুল সম্পদ আছে, তার যথার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পিউটার সরবরাহ, উপযুক্ত সফ্‌টওয়্যার নেওয়া, কার্ড ক্যাটালগের যান্ত্রিকীকরণের কাজ করা, ওয়েবসাইট নির্মাণ, গ্রন্থাগারিকদের ট্রেনিং দেওয়া ইত্যাদি সর্ববিধ কাজ চলছিল। সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার একটি সহযোগী উপাদান ছিল এই কম্পিউটার ব্যবস্থা। কিন্তু উঁচুদিকে উঠছিল যে গ্রাফ, তার নিচু দিকে নামা শুরু হল। এই অবক্ষয়ের বিষয়েও আপনারা জানেন। কারণ আপনারা, আমরা এর প্রত্যক্ষ ফলভোগী। তাহলেও, একটু বলা প্রয়োজন আছে, নাহলে এই অসুবিধা জনক অবস্থাকে কিভাবে এখন, এই সময় দাঁড়িয়ে সুযোগে রূপান্তরিত করতে পারব, তা বোঝাতে পারব না।

অবক্ষয় — পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি কর্মী-কাঠামো বহু বহু বছর ধরে একই আছে। প্রায় ১৯৫৫ থেকেই একই কর্মী-কাঠামো। জানা ছিল যে, এটি ন্যূনতম কর্মী-কাঠামো, পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মী-কাঠামোর বৃদ্ধি হবে। তা কিন্তু হয়নি, যেটা হবার খুবই প্রয়োজন ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূন্য পদগুলি বিভিন্ন সরকারি আদেশ বলে পূরণ হওয়া বন্ধ রইলো। অর্থাৎ সরকারি আদেশ বলেই যে কর্মী-কাঠামো ছিল 'না হলে নয়', সরকারই তার ক্ষয় ঘটালেন। রাজ্যে প্রায় ৪৭০০ গ্রন্থাগার কর্মীর শূন্যপদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিভিন্ন জেলায় মাত্র ৭৩৮টি পদে নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে। যে কর্মী পরিকাঠামো ছিল গ্রন্থাগার পরিষেবার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, তার ব্যবচ্ছেদ ঘটানো হল।

যাই হোক, একটি সার্বিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কম্পুটারাইজেশনের কাজ শুরু হল। এবং বিভিন্ন বাধার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে কাজ এগোতে থাকল। এর বিস্তারিত ইতিহাস লিখছি না, লেখার পরিসরও নেই। কিন্তু যে আশার আলো জ্বলতে শুরু করেছিলো, তার ঋণাত্মক অগ্রগতি শুরু হল। শুধু তাই নয়, আশ্চর্যজনকভাবে, পরিকাঠামোর অবনয়ন হওয়া সত্বেও বিভিন্ন উচ্চাশামূলক কর্মসূচি নেওয়া হতে থাকলো, যা ফলপ্রসূ করতে গিয়ে কর্মীদের নাজেহাল হওয়ার অবস্থা হল। খুব সংক্ষেপে বললে, বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যা হাল, তা এইরকম :—

- সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে গড়ে একজন করেও কর্মী নেই।
- প্রায় ১২০০-এর উপরে গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে বা সপ্তাহে এক দিন বা দুদিনের বেশি খোলা হচ্ছে না।
- গ্রন্থাগারগুলি না খোলায় প্রায় দশ লক্ষ বই নষ্ট হয়ে গেছে।
- দৈনন্দিন খরচ না দেওয়ায় গ্রন্থাগার চালানো যাচ্ছে না ও সব পরিষেবা ক্রমশ বন্ধের মখে।
- গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের ওয়েব পোর্টালটি আজ তিন বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ। ডিজিট্যাল আর্কাইভ থেকে আর বই পাওয়া যায় না।

* দূরভাষ - ৯৮৩০৫ ৬৬১৯৫

- সরকারি অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় ৮০০ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার পরিকাঠামো বন্ধ হয়ে গেছে, বা বন্ধ হওয়ার মুখে।
- প্রায় ১৩ লক্ষ কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ ডেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার মুখে।
- বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিশেষ পরিষেবা বন্ধ।
- রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ভারত সরকারের অনুদান নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

বর্তমান অবস্থায় করণীয় — যে বিষয়ে প্রশাসনের ও সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের অধীনে গঠিত স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের প্রাথমিকভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত ছিল, অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সচলতা, তা করা হয়নি। অথচ প্রতিদিন খবর পাওয়া যাচ্ছিল, কর্মীর অভাবে ও অন্যান্য নানা কারণে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি চলছে না, বন্ধ হওয়ার মুখে অনেক গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার পরিদর্শনের দিকটি উপেক্ষিত হচ্ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছিল না। আমাদের কি জানা ছিল না, মানুষ যদি কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রত্যাশিত বস্তু না পায়, তবে তারা সেই প্রতিষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করে ও বিকল্প খুঁজে নেয়। গ্রন্থাগারগুলোর সেই দশাই হচ্ছিল। আমরা কম্পিটারাইজেশনের কাজ করছি। গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত অনুদানও আসছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের প্রধান পরিকাঠামো, যে কর্মী, সেই বিষয়টিই উপেক্ষিত হচ্ছিল। সারা দেশে সরকারি ব্যয় সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের কর্মী নিয়োগও কার্যত বন্ধ হয়ে গেল।

যাই হোক, আমি বর্তমান অবস্থায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার কি কি কার্যক্রম নিতে পারে, সে বিষয়ে কতকগুলো প্রস্তাব রাখছি :—

মনে রাখতে হবে, ''কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র'' — এই ধারণাটারই অপমৃত্যু ঘটেছে। অথচ, সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, সেই আইনের প্রয়োগ, সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা, কর্মী নিয়োগ ইত্যাদিতে রাজ্যের ভূমিকা তো অপরিহার্য। সেই বিষয়টির কথা ভেবেই তো আইন প্রণয়ন, গ্রন্থাগার আন্দোলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা। এই যখন পটভূমি এবং রাতারাতি তার পরিবর্তন ঘটবে বলে' মনে হয় না (যার প্রমাণ ২৮.১২.২০২২ তারিখে প্রকাশিত সরকারি আদেশনামা, যাতে ম্যানেজিং কমিটিকে গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এলএলএ-কে বলা হয়েছে), তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কি কি করতে পারে, সেই সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মূলত একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি জেলায় এর শাখা আছে। কলকাতা এবং জেলাগুলিতে স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করে, প্রতিটি চালু গ্রন্থাগার ধরে ধরে, সেগুলির পরিকাঠামো অর্থাৎ বই ও পত্রপত্রিকা সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করা ও অন্তত ন্যূনতম পরিষেবা সচল রাখার ব্যবস্থা করা।

২। প্রতিটি গ্রন্থাগারের ম্যানেজিং কমিটিকে গ্রন্থাগার সচল রাখার ব্যাপারে অগ্রণী করা।

৩। যেখানে যেখানে কম্পিউটারাইজেশনের কাজ চলছে বা কম্পিউটারাইজড গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে সেখানে সেটি সচল রাখার ব্যবস্থা করা।

৪। নতুন গ্রন্থাগারিকরা যাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যোগদান করেছেন, তাঁদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের কাজের জায়গায় গিয়ে তাঁদেরকে সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ করতে সাহায্য করা ও সেই সেই গ্রন্থাগারের ম্যানেজিং কমিটিকে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু কর্ম প্রবাহে সামিল করা।

এখানে খুব সংক্ষেপে একটি পরিকল্পনার কথা বলা হল। গ্রন্থাগার বিশেষে কাজের ধরণ নিশ্চয়ই আলাদা হবে। এর জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর বা সরকারের সহযোগী হিসাবে কাজ করলে ভালো হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটাই কাম্য। সেটাই আদর্শ পরিস্থিতি। সেই ভাবে যদি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করে, এবং সেটি গৃহীত হয়, তবে গ্রন্থাগার পরিষেবার এই অবস্থায় সেটি হবে আদর্শ। কারণ, সরকার নিজেই জানে, সমস্ত শূন্য পদ পূরণ করে গ্রন্থাগার পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে সচল রাখা খুব সহজ কাজ নয়। তার প্রমাণ, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আদেশনামা। আর যদি গৃহীত নাও হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অন্তত সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ শুরু করতে পারে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে।

উপরোক্ত প্রস্তাবটি একটি অসম্ভাবিত প্রস্তাব বলে' মনে হতে পারে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মনে হয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই কাজ যদি শুরু করতে পারে, তবে আবার নতুন করে' নিজেদের শিকড় খুঁজে পাবে। এই শতবর্ষেই হোক তার সূচনা।

ফিরে দেখা

শিবশঙ্কর মাইতি*

প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইন্‌স্টিটিউশন, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

দেখতে দেখতে অনেকটা সময় আমরা পেরিয়ে এলাম। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শতবর্ষের দোরগড়ায়। আমার সমিতির সাথে পরিচয় সেই সাতের দশকের শেষ ভাগে, যখন আমি কলেজে পড়ি আর পাড়ার লাইব্রেরিতে বই ও পত্রিকা পড়ে সময় কাটাই। সেই সময় নানান পত্রিকা পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সাথে আমার চাক্ষুষ মিলন ঘটে। উল্টে পাল্টে দেখি নানান প্রবন্ধে ভরপুর মেদবিহীন ছোট্ট পত্রিকা। অল্প সময়ের মধ্যে তা পড়ে ফেলা যায়। গ্রন্থাগার বিষয়ক আর কোনো পত্রিকা তখন আমার নজরে আসেনি। মাসিক এই পত্রিকা গ্রামীণ গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসত। পাঠক সংখ্যায় হাতে গোনা যেত। মূলতঃ বড়রা বই পড়তে কিংবা বই বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য কিছু পাঠক পাড়ার লাইব্রেরিতে আসত। ছুটির দিনগুলোতে সেই গ্রন্থাগারে যেতাম যুগান্তর পত্রিকা, দেশ আর অমৃত পত্রিকা পড়ার জন্য। সাথে আরোও দু'একটি পত্রিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। বাড়িতে তখন আনন্দবাজার পত্রিকা আর বসুমতী পত্রিকা পড়া হোত। প্রতি রবিবার অমৃতবাজার পত্রিকা আসত। কিন্তু 'গ্রন্থাগার' নামক এই বিশেষ ধরনের পত্রিকাটি আমার কাছে নতুন বলে তখন মনে হোত। কেননা, এই পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি প্রকাশিত হত না। কেবল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যাদি নিয়ে নানান সংবাদ ঐ পত্রিকার পাতায় দেখা যেত।

পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারিক হিসেবে কলকাতায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইন্‌স্টিটিউশনে নিয়োজিত হবার পর ১৯৮০-৮১ সালে গ্রন্থাগার পত্রিকার গ্রাহক হই। আজোও আমার প্রিয় বিশেষ ধরনের এই পত্রিকার আমি নিয়মিত গ্রাহক ও একনিষ্ঠ পাঠক। বৈচিত্র্যময় পত্রিকার জগতে এক ভিন্ন রুচির লেখায় পূর্ণ এই পত্রিকা আজোও আমাকে আকৃষ্ট করে, যা থেকে কোনোভাবেই বের হতে পারিনি। পুরানো গ্রন্থাগার পত্রিকা সংগ্রহ করার জন্য তরুণদার স্মরণাপন্ন হই। উনি আমাকে নিরাশ করেন নি। সেইসব পুরানো পত্রিকা পাঠ করে পূর্বসুরীদের গ্রন্থাগার বিষয়ক ভাবনা আমাকে তখন ঋদ্ধ করত।

কত বিচিত্র ধরনের লেখা যে গ্রন্থাগার পত্রিকায় পড়েছি তা পর্যালোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়। একবার কোনো এক লেখায় BLA শব্দের প্রকৃত অর্থ হিসেবে মজা করে বলা হল — এর সদস্য ও কর্মকর্তাগণ Bengal Lunatic Asylum এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এঁরা গ্রন্থাগার পাগল, ঘর-সংসার নেই, কেবল সমিতি আর সমিতি!

অফিসে এলে বাড়িতে যাবার কথা এঁনারা ভুলে যান। আর কর্মচারীদের এটা আনো, ওটা আনো — চা খাওয়াও, টিফিন আনো ইত্যাদি সহ নানান ফিরিস্তির আর শেষ নাই! ঐ নিবন্ধ পড়ে হাসব না কাঁদব — তা ভেবে পেলাম না। তবে বন্ধুবান্ধবদের BLA শব্দের প্রকৃত অর্থ কী — তা জানার জন্য প্রশ্ন করলাম। কেহই সঠিক উত্তর দিতে পারত না। তখন আমি গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশিত একটি লেখার কথা বলি। আর তখন আমরা সবাই মিলে হাসতে থাকি। আসলে জাত গ্রন্থাগারিকরাই হলেন কমবেশি Lunatic — আশাকরি পাঠককূল আমার সাথে একমত হবেন!

গ্রন্থাগার বিষয়ক নিবন্ধাবলিতে ইংরেজি থেকে বাংলা পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়। সুদীর্ঘকাল ধরে পত্রিকার সঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বা বর্তমানে আছেন তাদের অবদান স্মরণীয়। নতুন শব্দ চয়ন ও তার প্রয়োগ পাঠককুলকে ঋদ্ধ করেছে। বিশেষতঃ কম্পিউটার আসার পর বাংলা শব্দ ব্যবহারে বর্তমানে আমরা কিছু পরিমাণে সড়গড় হতে পেরেছি — তা গ্রন্থাগার পত্রিকার সৌজন্যে।

বিদেশি গ্রন্থাগারিক কিংবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীদের জীবন-কাহিনি, তাঁদের কর্মধারা জানার ক্ষেত্রে এক সেরা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকা। এই পত্রিকার সাহচর্যে না আসলে তা থেকে অজ্ঞাত থেকে যেতাম। মেলভিল ডিউই সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানতাম না। তাঁর লেখা গ্রন্থ বর্গীকরণ সারা বিশ্বে পঠিত হলেও, তাঁর ব্যক্তিজীবন নিয়ে যে গবেষণাধর্মী মননশীল লেখা গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত হল গবেষক সত্যব্রত ঘোষাল মহাশয়ের লেখনীতে তা অবিস্মরণীয়।

* দূরভাষ - ৯৮৮৩১ ২৮০৪৭

এই মাসিক পত্রিকা আকারে ছোট্ট কিংবা আরোও বলা ভালো ৩২ পাতার হলেও ভিন্ন রুচির পাঠককে কিংবা ভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষকে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাবলি নিবিড়ভাবে পাঠ করতে দেখেছি। এই পত্রিকা পাঠ করে ধন্যবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হননি। আসলে গ্রন্থাগারিকদের কাছে এটি একটি মননশীল প্রবন্ধের পত্রিকা — যা পাঠককে সততঃ ভাবায়, তা থেকে দূরে সরে থাকা যায় কী? নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়ান — এই নীতিতে গ্রন্থাগার পত্রিকা আজোও আপন বেগে চলেছে এবং চলবে। ধন্যবাদ জানাই শতবর্ষের প্রাক্কালে সেই সমস্ত নমস্য গ্রন্থাগার দরদি মানুষদের যারা এই পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু দুঃখের কথা — গ্রন্থাগারিক পেশায় যুক্ত মানুষরা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা পড়েন না — কিংবা গ্রন্থাগার পত্রিকার গ্রাহক পর্যন্ত হন না — তা দেখে, জেনে ও শুনে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তখন প্রশ্ন ওঠে — বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষ কেন এই পত্রিকা প্রকাশ করে? যাদের জন্য এই পত্রিকা তারাই যদি পাঠ না করেন, তাহলে সাথে সাথে এত অর্থ ব্যয় করে কী লাভ!

পরিষদ ত্রিশের দশক থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠন পাঠন চালু করে আজোও তা বর্তমান রেখেছে — এটা ভাবলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। আর্থিক যোগান অপ্রতুল হলেও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে সাপ্তাহিক উইক — এণ্ড কোর্স এবং চিরাচরিত কোর্স (৬ মাসের) চালু রেখেছেন। গ্রন্থাগারিক তৈরির এই কারখানায় কত শত ছাত্র-ছাত্রী যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তার হিসেব কে রাখে! কেননা, আধুনিক সিলেবাস তৈরিকরণ থেকে যুগোপযোগী পাঠদান করে চলেছেন সেরা শিক্ষকবৃন্দ। ছাত্রকুল এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে সফল গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন — এমন নজির সর্বত্র বিরাজমান। দেশে আজ যোগ্য গ্রন্থাগারিকের অভাব নেই। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া শম্বুক গতিতে চলায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আজ হতাশায় মগ্ন।

এব্যাপারে শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষা নিয়ন্ত্রকদের অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে। জাতিগঠনে গ্রন্থাগারিকদের অবদান স্বীকার করে দেশ গঠনে তরুণ সমাজকে দিশা দিতে হবে — তবেই গ্রন্থ-গ্রন্থাগার-পাঠক-গ্রন্থাগারিক — এই সংযোগই হবে একবিংশ শতাব্দীর মাইলস্টোন।

সমিতির সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পরি অধ্যাপক ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে। তিনি নিজে থেকেই আমাকে কাছে টেনে নেন এবং আপন করেন। সমিতির কাউন্সিল সদস্য থেকে শুরু করে নানা উপসমিতির সদস্য ও আহ্বায়ক হবার গুরু দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন। আজ অধ্যাপক মজুমদার সমিতির সভাপতি। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে পরিষদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অমানুষিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন। সুদীর্ঘকাল তিনি সমিতির সেবা করে যান — পরিষদ যে দায়িত্ব আমাকে বিভিন্ন সময়ে দিয়েছেন — শত ব্যস্ততার মধ্যে তা পালন করার চেষ্টা করি।

সমিতির নাম সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। বাংলাদেশেও অগণিত ছাত্র রয়েছেন, যারা পরিষদের সঙ্গে নানানভাবে যুক্ত। এছাড়া সমিতি আয়োজিত স্মারক বক্তৃতামালা প্রতিনিয়ত আমাদের সমৃদ্ধ করে চলে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মানুষজন স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। কত অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি ও লেখকবৃন্দ পরিষদের এই সাম্মানিক ভাষণ দিতে এসেছেন — তা স্মৃতিতে আজোও অটুট। বক্তৃতা শুনে আমরা যেমন ঋদ্ধ হয়েছি, তেমনি নব উদ্যোগে কাজ করার প্রেরণা লাভ করেছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও আমি : স্মৃতিচারণ (১৯৮৪-২০২৪)

ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন অফিসার, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রাল লাইব্রেরি

''অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন'' পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন হয়ে হয় ''বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (BLA)'' বা ''বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ''। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রী সুশীলকুমার ঘোষ। জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের সমস্ত লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ এই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ শতবর্ষের দোরগোড়ায়।

পরিষদের এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহু বিশিষ্টজন নানা সময়ে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন, নানা সম্মানিত পদ অলঙ্করণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ, রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বাঁশবেড়িয়ার জমিদার কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ''বাঙালির ইতিহাস'' রচয়িতা শ্রী নীহাররঞ্জন রায়, গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রী তিনকড়ি দত্ত, শ্রী প্রমীল চন্দ্র বসু, আরো পরবর্তীতে ভাষাবিদ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী সহ আরো অনেকে ছিলেন এই পরিষদের নানা সময়ে সভাপতি। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুপুত্র ও ভ্রমণ সাহিত্যিক শ্রী উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতি সরলাদেবী চৌধুরানী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান কে. এম. আসাদুল্লাহ এবং ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রথম লাইব্রেরিয়ান বি. এস. কেশভান সহ আরো অনেকে নানা সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ছান্দসিক শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ভারতবর্ষের লাইব্রেরি সায়েন্সের জনক পদ্মশ্রী শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথন সহ আরো অনেক বিশিষ্ট জন আজীবন এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরিষদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

আমি খুব সৌভাগ্যবতী যে এই শতবর্ষীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চল্লিশ বছর আগে যুক্ত হতে পেরেছিলাম। আমি ধন্য। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই পরিষদের সঙ্গে। আজ সুযোগ এসেছে সেই স্মৃতি রোমন্থন করার। BLA র সাথে গাঁটছড়া বাঁধবার পর থেকে নানা সময়ে নানা ভূমিকায় আমি অনেক কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। যা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনাও মনে এসেছে। আজ এই স্মৃতি রোমন্থনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কিছু তুলে ধরে যথোপযুক্ত স্থানে অবশ্যই উল্লেখ করবো।

সালটা ছিল ১৯৮৪। সবে বিএসসি পাশ করেছি। ভাবছি কি করা যায়। এমন সময় দাদার পরামর্শে বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশনে (BLA) যাওয়া, খোঁজ খবর নিয়ে ওখানে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়া। সেই আমার BLA র সাথে পথ চলা শুরু। ১৯৮৪ সালের সার্টিফিকেট কোর্সের সামার সেশনের ছাত্রী ছিলাম আমি। সেকশন ছিল C, রোল নম্বর ছিল ৫৯। পিছর দিকে বসতাম, কারণ আমার আসার আগেই সামনের সব সিট দখল হয়ে গেছিলো। মোটামুটি একবার কেউ কোনো সিটে বসলে সিট আর পরিবর্তন করতো না।

প্রথম দিকে সব বিষয়ই নতুন লাগতো। কারণ এগুলো এতদিন পড়ে আসা কোনো বিষয়ের সঙ্গে মিলতো না, না নামে না বিষয়ে। স্কুলে পড়ার সময় লাইব্রেরি থেকে শুধু গল্পের বই নিয়ে পড়তাম। কোনো লাইব্রেরিয়ান দেখেছি বলে মনে পরে না। দিদিমনিরাই নির্দিষ্ট সময়ে লাইব্রেরির বই দিতেন। পরবর্তীতে কলেজ জীবনে এক বড় লাইব্রেরির সম্মুখীন হয়েছিলাম। ওটাই ছিল আমার দেখা প্রথম লাইব্রেরি। তার লাইব্রেরিয়ানও ছিলেন। সেখান থেকে অনেক পড়ার বইও নিতাম। বেথুন কলেজের মেইন বিল্ডিঙে দোতালায় ছিল লাইব্রেরি। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। নাম এখন আর মনে নেই। ধুতি পাঞ্জাবি পড়তেন আর কেন জানি না আমায় শুধুই পাঞ্জাবি মেয়ে ভেবে ভুল করতেন। তখন ঐসব কথায় আড়ালে আমরা বন্ধুরা খুব হাসাহাসি করতাম, মানে ওই বয়সে বন্ধু মহলে যেমন হয় আর কি। এতো কথা বললাম এই কারণে যে আমার লাইব্রেরি দেখা, লাইব্রেরিয়ান দেখা বা

* দূরভাষ - ৯৮৭৪২ ৩৮৮৪৪

লাইব্রেরি সম্পর্কে ধারণা বলা যেতে পারে ওই পর্যন্তই ছিল। BLA তে যখন পড়তাম তখন ওনার কথা আমার খুব মনে পড়তো।

বলা ভালো চিরাচরিত পাঠ্যক্রমের বাইরে গিয়ে এক নতুন ধারার শিক্ষাক্রমে প্রবেশ করলাম। তখন কে জানতো এই শিক্ষাধারা এবং BLA আমার জীবনে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে। যেহেতু এটি একটি অন্য ধরনের কোর্স যা আগেই বলেছি সেখানে অনেক কিছুই পৃথক মনে হয়েছিল। এখানে প্রায় প্রতিটি বিষয়েরই থিয়োরি ও প্র্যাক্টিস দুটি আলাদা পেপার ছিল। আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন শ্রদ্ধেয় নচিকেতা ভরদ্বাজ। সাদা লম্বা দাড়িতে যেন এক ঋষি। অপূর্ব কথা বলতেন। পরবর্তী সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চাকুরী করার সময় তাঁর সাথে আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং যারপরনাই খুবই স্নেহ পেয়েছিলাম। আমাদের রেফারেন্স সার্ভিস থিয়োরির এই মাস্টারমশাই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। রেফারেন্স সার্ভিস প্র্যাক্টিসের ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় অসিতাভ দাস। খুব ভালো পড়াতেন। নানা বইয়ের সন্ধান জানা যেত তাঁর কাছ থেকে। সত্যি বলতে কি তাঁর পড়াবার কৌশলই আমায় এই বিষয়টির প্রতি আগ্রহান্বিত করেছিল।

ক্লাসিফিকেশন থিওরি নিতেন শ্রদ্ধেয় ড. বরুণ মুখোপাধ্যায় (স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে)। উনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর কথা পরে বিস্তাবিতভাবে বলবার ইচ্ছা রইলো। আর ক্লাসিফিকেশন প্র্যাক্টিসের ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপদ মজুমদার। সেই সময় মনে হয়েছিল এই বিষয়টা হয়তো তাঁকে ভেবেই তৈরি হয়েছিল। পুরো বিষয়টিতে উনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ছিলেন, অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

ক্যাটালগিং থিওরি নিতেন শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চ্যাটার্জী (স্মৃতির উপর বিশ্বাস না রেখেই বলছি)। পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম। ক্যাটালগিং প্র্যাক্টিসের ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় হিরণ কুমার দত্ত। বহু দিন হয়ে গেছে তাঁকে আমরা হারিয়েছি।

বিবলিওগ্রাফি থিওরিতে বুক সিলেকশন, প্রুফ রিডিং এইসব বিষয়ে ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় অজয় কুমার ঘোষ। উনিও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বিবলিওগ্রাফি প্র্যাক্টিসের ক্লাস নিতেন শ্রদ্ধেয় বিনোদ বিহারী দাস। পরবর্তীতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় তাঁকে ওখানকার সেন্ট্রাল লাইব্রেরির চিফ লাইব্রেরিয়ান হিসাবে পেয়েছিলাম। মনে পরে আমার প্রজেক্টের বিষয় দিয়েছিলেন অপথালমোলজি। সেই প্রজেক্টের কাজের জন্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরিতে কাজ করতে ছুটতে হতো আমায়। শেষ পর্যন্ত কাজটা সম্পন্ন করেছিলাম কলকাতা মেডিকেল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজিতে (RIO)। এই কাজের সূত্রে এত রকম হাসপাতাল ও তার লাইব্রেরিগুলোতে ঢোকার ও দেখার সুযোগ হয়েছিল, নচেৎ এই সব লাইব্রেরিতে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অনুমতি ছিল না।

লাইব্রেরি অর্গানাইজেশন এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিতেন শ্রদ্ধেয় ড. শ্যামল রায়চৌধুরী। তাঁকেও আজ আমরা হারিয়েছি।

সত্যি বলতে কি বিষয়গুলোকে বুঝতে বুঝতেই কয়েক মাস কেটে গিয়েছিলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে পুরো সিলেবাস শেষ করা মাস্টারমশাইদের পক্ষে যেমন কঠিন, তেমন শিক্ষার্থীদের কাছে তাকে আত্মস্থ করা আরো কঠিন কাজ ছিল। ক্লাস টেস্ট, সেশনাল ওয়ার্ক, শেষে ফাইনাল পরীক্ষা সব মিলিয়ে শেষের দিন যেন হুড়মুড়িয়ে চলে এসেছিলো। যতদূর মনে পড়ছে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছিল এপ্রিল মাসে, আর ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসে ঠিক দুর্গাপূজার আগে। পরীক্ষার সিট পড়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন বিগত কিছু বছর ধরে ফাইনাল পরীক্ষার সিট BLA র CIT রোডের নিজস্ব ভবনেই পড়ছে।

আমাদের সময়ে BLA তে ৩টি সেকশনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হতো। বর্তমানে তা ২টি সেকশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গত বছর ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে আরো কমে যাওয়ায় সেকশনের সংখ্যা কি হওয়া উচিত এই নিয়ে মনে হয় BLA র ভাবনা চিন্তা করার সময় এসে গেছে।

১৯৩৭ সাল থেকে BLA তে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। মাঝে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কারণে ও পরবর্তীকালে করোনা অতিমারীর সময়ে ২০২১ সালে ছাত্র ভর্তি ও পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নি। আমাদের সময়ে BLA তে যে ভর্তির পরীক্ষা ছিল তা প্রায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার মতোই ব্যাপার ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে আসত, তাতে পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হত। সঙ্গে পূর্ববর্তী একাডেমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট অবশ্যই দেখা হতো। আমার সময় ভর্তির পরীক্ষায় বসেছিলাম

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন আর পদ্ধতিতে ভর্তি হয় না, পদ্ধতি অনেক সহজ হয়ে গেছে। ভর্তির সেই লিখিত পরীক্ষা যথেষ্ট কঠিন ছিল। তাই আমরা যারা সেই পরীক্ষা পাশ করার পর সব ধাপ পেরিয়ে ভর্তি হতাম, তাদের কাছে এই পাঠ্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করতো। কিন্তু বর্তমানের ছাত্র/ছাত্রীদের সেই হার্ডলস পার হতে হয় না, ফলে তাদের রোজ ক্লাস করবার প্রতি, লাইব্রেরি ব্যবহার করবার প্রতি, বন্ধুদের সাথে একসাথে বসে পরস্পর আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে পড়ার প্রতি কোনো আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। রোজকার হাজিরা নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এক কথায় বলা যায় এখনকার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ভয়, দায়িত্ববোধ ব্যাপারটা খুবই কম। ফলস্বরূপ BLA র প্রতি দায়বদ্ধতাও থাকছে না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা না বললেই নয় যা আমাকে খুব অবাক করে, কষ্ট দেয়। আমাদের সময় BLA তে স্টুডেন্ট থাকাকালীন আর কোনো কোর্স করা ছিল নিয়ম বহির্ভূত। কিন্তু এখনকার ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই BLA র কোর্সের সাথে সাথে আরো অন্য কোথাও যুক্ত থাকে। দেখা যাচ্ছে, এর ফলে প্রধানত দুটি ক্ষতি অবশ্যই হচ্ছে। প্রথমত, ছাত্র/ছাত্রীরা কোনোটাতেই মনোনিবেশ করতে পারে না। ফলে ভালো কিছু শিখতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, এতে BLA র খুব ক্ষতি হচ্ছে। কারণ BLA র সথে স্টুডেন্টদের কোনো আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠছে না। কোনোরকমে পাশ করেই যে যার নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার পিছনে ছুটছে। কিন্তু BLA র প্রতি ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা কোথায়? এটা বর্তমান সময়ে আমার কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় এগোবে আর এই নতুন নতুন ছাত্র/ছাত্রীরাই তো BLA র হাল ধরবে, সিনিয়রদের বিশ্রাম দেবে, এটাই তো পরম্পরা। কিন্তু সেই চিত্র এখন দেখতে পাচ্ছি না BLA তে।

আমি ঘটনা চক্রে ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম এবং কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েছিলাম। পরবর্তীতে যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরি সায়েন্সে স্নাতক স্তরে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা জানিয়ে রাখি যে আমি কিন্তু প্রথমবার BLA তে উইন্টার সেশনে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করতে পারি নি, দ্বিতীয়বার সামার সেশনে ভর্তি হই।

পরবর্তীকালে এই BLA তেই আমি শিক্ষিকা হিসাবে যুক্ত হই এবং বিবলিওগ্রাফি প্র্যাক্টিসের ক্লাস নেওয়া শুরু করি। আজ প্রায় ৩০ বছর আমি এই বিষয়ে ক্লাস নিয়ে চলেছি। বিষয়ের পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ পাই নি। বহু ছাত্র/ছাত্রী আজ আমিও পার করেছি যা ভাবলে এই বয়সে বেশ ভালো লাগে। BLA র ৭৫ বছর পূর্তিতে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের উত্তরীয় পরিয়ে, গলায় মেডেল ঝুলিয়ে, হাতে সার্টিফিকেট দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, আমিও সেটি পেয়েছিলাম। আমার কাছে সব থেকে চমকপ্রদ ঘটনাটি ছিল অন্য। আমি আমার মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় অজয় কুমার ঘোষ এবং আমার ছাত্রী মধুশ্রী উপাধ্যায়, শিক্ষকতার এই তিন প্রজন্ম একসাথে সম্মাননা পেয়েছিলাম যা আমার কাছে এক পরম সম্পদ হয়ে রয়েছে।

BLA আমার কাছে এক মন্দির স্বরূপ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন কেন, তবে বলবো মন্দিরে বিগ্রহ থাকে, আমরা সেই বিগ্রহকে প্রণাম করি, দাবি দাওয়া জানাই, তিনি আমাদের চলার পথ দেখান। BLA নামক মন্দিরে বিগ্রহ স্বরূপ লাইব্রেরি সায়েন্স পাঠক্রম আমাকে আগামী পথ দেখিয়েছে, আর সেই পথে চলেই আমি ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ পেয়েছি। পরবর্তীতে গবেষণা করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরীতে ভালো পদে চাকুরী করেছি। সংসার প্রতিপালন করেছি, জীবিকা নির্বাহ করেছি। সে তো আমার কাছে দেবতা স্বরূপ হবেই তাই না? আমি কৃতজ্ঞ আমার সেদিনের সেইসব মাস্টারমশাইদের কাছে, যাঁরা আজকে আমাকে ড. গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরি ইন চার্জের পরিচিতি দিয়েছেন। আজকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষিকা হবার উপযুক্ত করে তুলেছেন। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাঁদের উদ্দেশ্যে।

পরবর্তীতে BLA র আরেকটি নতুন বিল্ডিং স্থাপিত হয়েছে সল্ট লেকে। যাঁরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল শ্রদ্ধেয় কবি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে ২০১১ সালে। বেশ মনে আছে সেই লাইব্রেরি বিল্ডিং উদ্বোধনের দিন আমরা সবাই সল্টলেকে গিয়েছিলাম। কবি শঙ্খ ঘোষ উদ্বোধন করেছিলেন। সেদিন তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেইসব ঘটনা আজ BLA র ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে, রয়ে গেছে আমার মনের মনিকোঠায় স্মৃতির পাতায় সযতনে। আজ সেখানেও পৃথক লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ান আছেন। তবে CIT রোডে অবস্থিত BLA ভবনটিই প্রধানত পরিষদ ভবন বলে আমরা বলে থাকি।

মাঝে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে অনেক কিছু পড়াশুনো করার সুবাদে আজ বলতে পারি আমার দেখা BLA একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে এক অদ্ভুত মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রয়োজনে যেমন তাঁরা কঠিন হতে পারেন তেমনি আবার দরকার মত ছাত্রদের পাশে অভিভাবক স্বরূপ দাঁড়াতেও পারেন। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। আমাদেরই আরেক মাস্টারমশাইয়ের মুখেই শোনা। আমাদের এক মাস্টারমশাই ছিলেন শ্রদ্ধেয় মঙ্গলা প্রসাদ সিনহা। উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। উনি BLA ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দু জায়গাতেই পড়াতেন। খুব রাশ ভারী মানুষ ছিলেন, কিন্তু অসম্ভব ছাত্র বৎসল এক শিক্ষক ছিলেন। সব সময় মুখে পান থাকতো। একদিন ক্লাসে কোনো কারণে ছাত্র/ছাত্রীদের একটু বকাঝকা করেছেন। সবাই ভয়ে চুপচাপ, গম্ভীর, কেউ আর কোনো কথা বলছে না, কারণ স্যার রেগে গেছেন। ক্লাস শেষের পর স্যার ঘর থেকে বেরিয়ে শিক্ষক রুমের দিকে যাচ্ছেন, আর পিছনে পিছনে ছাত্ররা সব দল বেঁধে যাচ্ছে। কারো মুখে কোনো আওয়াজ নেই। আচমকা স্যার পিছন ফিরে বলে উঠলেন — ''দেখো সব আসছে দেখো, যেন সামনে ভিলেন যাচ্ছে আর পিছনে সব পাকড়াও করতে আসছে''। এই শুনে তো সবাই খুব হাসাহাসি করতে লাগলো। এতক্ষণের নিস্তব্ধতা স্যার একটা মজার কথা বলেই ভেঙে দিলেন। আবার সবাই স্বাভাবিক হয়ে স্যারের কাছে তাদের দাবি দাওয়া জানাতে লাগলো। এইরকমই ছিলেন এখানকার সব মাস্টারমশাইরা, ছাত্র ছাত্রীরা ছিল সব তাঁদের সন্তানতুল্য।

এই ছাত্র শিক্ষকের সুন্দর সম্পর্ক নিয়ে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। BLA তে কোনো একটি কনফারেন্সের জন্য প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর BLA তে আমরা সবাই নানা কাজে ব্যস্ত থাকতাম। আমার বাড়ি যেহেতু কাছে ছিল ফলে আমি বিকাল থেকেই চলে যেতাম। সন্ধ্যার পর মাস্টারমশাইরা আসতেন। সেইসব কাজ যে শুধু টেবিলে বসে হতো তা নয়, অনেকসময় মেঝেতে শতরঞ্চি বিছিয়ে বসেও কাজ চলতো। পত্রিকার কাজ, চিঠির কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। রোজই সন্ধ্যার পর মুড়ি বাদাম আসতো। কতগুলো গামলা ছিল (সেই ট্রাডিশন এখনো চলছে), তাতে মুড়ি বাদাম ভাগ করে দেওয়া হতো। আমরা খেতে খেতে কাজ করতাম। এইরকমই একদিন সবাই আবদার করলাম — ''স্যার রোজ আর মুড়ি খেতে ভালো লাগছে না। আজ নতুন কিছু হোক''। অবশ্যই এই আবদার আমাদের সবার মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় প্রবীর রায়চৌধুরীর দিকে। মঙ্গলা প্রসাদ সিনহা মাস্টারমশাইও ছিলেন ওখানে বসে। ওঁরা রোজই যাদবপুর থেকে ক্লাসের পরে একসাথে BLA আসতেন। প্রবীরবাবু বললেন — ''কি খাবে তোমরা? কেষ্ট তাহলে তেলেভাজার ব্যবস্থা করো, ছেলে মেয়েগুলে এত খাটছে''। ব্যাস আবদার মঞ্জুর, এসে গেলো এই বড় বড় বেগুনি। সঙ্গে মুড়ি, আবার কিছু লঙ্কাও দিয়েছিলো চপওয়ালা দাদা। সত্যি আজ ভাবি সেই দিনগুলো কতই না আলাদা ছিল। ছাত্র মাস্টারের যে সুন্দর পবিত্র সম্পর্ক সেটা যাঁরা পেয়েছেন বা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের বাইরে আর কারোর পক্ষে তা অনুধাবন করা খুবই শক্ত। এই প্রবীর বাবুকেই অনেক সময় অনেক কিছু আবদার করতে আমরা একে অপরকে ঠ্যালাঠেলি করতাম। কারণ সাহসে কুলোতো না। আবার যখন বলতে পারতাম, তখন কিন্তু আমাদের পক্ষেই রায় দিতেন। আমি বলবো এখনকার ছাত্র ছাত্রীদের সেই দিন দেখবার সৌভাগ্য হলো না। বলা ভালো, ওরা BLA র আসল মধুর স্বাদটাই নিতে পারলো না, দুর্ভাগ্য ওদের।

এই প্রসঙ্গে BLA তে আমার আরেকটি মধুর স্মৃতি বা প্রাপ্তির কথা না বললেই নয়। যতদূর মনে পরে ঘটনাটি এই কনফারেন্স কেন্দ্রিকই ছিল। আমরা তখন অনেক জুনিয়র, আমাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব পড়েছিল। কনফারেন্সটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক হলে হবে। অনুষ্ঠানের দিন আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত। নানা কাজে ব্যস্ত। তখন কিন্তু সবার মাথার উপরে রয়েছেন প্রবীর রায়চৌধুরী মাস্টারমশাই, মহীরুহ। হঠাৎ কারা যেন আমাদের বললেন — ''তোমরা নিচে চলে যাও, উনি এসে গেছেন, তাঁকে উপরে নিয়ে এসো''। আমাদের গ্রুপটা আমাদের সিনিয়রের সাথে নিচে চলে গেলাম। তাঁর নির্দেশ মত আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ওরে বাবা একি কাণ্ড!! তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু যে এসে গেছেন। তিনি আসবেন জানতাম। এতদিন ধরে কাজ করছি জানবো না? কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাবার দায়িত্বে যে আমিও থাকবো সেটা আমি ভাবি নি। যাক আমরা কয়েকজন একই সাথে তাঁকে নিয়ে লিফটে করে উঠেছিলাম। একই লিফটে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে আমি, এ আমার জীবনে এক সেরা প্রাপ্তি। উনি হলে বসলেন আমরা আবার নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আজ এই স্মৃতিচারণ করতে বসে এইরকম কত টুকরো টুকরো ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

আমাদের সময় অন্যান্য জেলা থেকে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত তারা শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় মেস করে থাকতো। এখন BLA র কাছাকাছি অনেক পেয়িং গেস্ট থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এইসব পরিবর্তনও এখন চোখে পরে। আমাদের সময়ে BLA র অফিস সামলাতেন দুজন। তপনদা ও তরুণদা। পরবর্তীতে তপনদাকে আমরা হারিয়েছি। এখন অফিসে কাজ করেন তরুণদা ও আরেক তপন। কিছুদিন আগে তরুণদাও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আমরা তখন প্রজেক্টের কাজ করবার জন্য সবচেয়ে বেশি ভিড় করতাম মেট্রোপলিটন লাইব্রেরিতে। কাছেই চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল বাস স্টপে ছিল লাইব্রেরিটি। আমাকে অবশ্য অন্য লাইব্রেরিতে বেশি যাতায়াত করতে হয়েছিল আগেই বলেছি। BLA র লাইব্রেরি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিষয় ভিত্তিক লাইব্রেরি। লাইব্রেরি সায়েন্স বিষয়ের বইয়ের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন জয়শ্রী সেন। জয়শ্রী দিদিকে আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হত খুব রাগী, কিন্তু ভিতরে ছিলেন খুব কোমলমতি। সেই সময় আমরা প্রতিদিন লাইব্রেরিতে কাজ করতাম, মানে নোটস নেওয়া, প্র্যাক্টিস করা এই সব কাজ। সোমবার থেকে শুক্রবার আমাদের ক্লাস হতো, শনিবার ও রবিবার আমরা দুপুরে লাইব্রেরিতে চলে আসতাম লেখাপড়ার কাজ করতে। প্রত্যেকের লাইব্রেরি কার্ড থাকতো। তখন লাইব্রেরিতে কম্পিউটার ছিল না। এখন সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাইব্রেরিতে কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন সবই আছে। ''কোহা'' লাইব্রেরি সফটওয়ারের ব্যবস্থা, ট্রেনিং এর ব্যবস্থা সবই আছে। যতদূর মনে পড়ছে বৃহস্পতিবার লাইব্রেরি বন্ধ থাকতো আর শুক্রবার বিকালে লাইব্রেরি খুলতো। জয়শ্রীদির পরে রূপালিদি লাইব্রেরিয়ান হয়ে এসেছিলেন, বহুদিন লাইব্রেরিতে ছিলেন।

BLA র স্মৃতিচারণ করতে গেলে আরো দুজনের কথা আমায় একটু বলতেই হবে। প্রথমজন হলেন মাস্টারমশাই শ্রদ্ধেয় প্রবীর রায়চৌধুরী। উনি যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন ততদিনই শুধু আমার কাছে কেন, সমগ্র BLA বা লাইব্রেরি জগতে এক বিশাল বট বৃক্ষস্বরূপ ছিলেন। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন ব্যবহার, তেমন আদর্শ শিক্ষক। ছোটবেলায় বাবা মার কাছে যেমন শুনেছিলাম যে আগেকার দিনে শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে পিতৃতুল্য হতেন। এই মাস্টারমশাইও ছিলেন তেমনই আমাদের কাছে। ছিলেন একটা ভরসার জায়গা, ছিলেন একটা শেষ অবলম্বন। পরবর্তীতে তাঁকে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময়েও পেয়েছি। মনে আছে যেদিন উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, BLA তে ওনার মরদেহ আনা হয়েছিল। আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। লোকে লোকারণ্য। সেইদিন BLA অভিভাবকহীন হয়েছিল, আমরা ছাত্র/ছাত্রীরা পিতৃহারা হয়েছিলাম। তাঁর স্মরণে একটি বিশেষ বই BLA প্রকাশ করেছিল, তাতে আমি স্যারের স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আর একজনের কথা বলতে চাই, তিনি আরেক মাস্টারমশাই ড. বরুণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি পড়েছি। পরবর্তীতে তিনি রাজ্যসভার মাননীয় সাংসদ হয়েছিলেন। একবার BLA তে কোনো কাজে ছিলাম। আটটার পর BLA বন্ধের সময় বেড়িয়ে বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাবো এমন সময় স্যার বললেন — ''কি বাড়ি যাবে তো''? আমি বললাম, ''হ্যাঁ স্যার'', ''তুমি তো সাউথেই থাকো তাই না''? ''হ্যাঁ স্যার, চারু মার্কেট'', ''বাঃ তাহলে তো ভালোই হলো, চলো আমি তোমায় এগিয়ে দিচ্ছি, আমার তো ঐদিকেই বাড়ি''। সত্যি বলছি সেদিন আমার আনন্দের সঙ্গে খুব অস্বস্তিও লাগছিলো, হুটার লাগানো গাড়ি, সামনে আবার বিরাট পরিচয় বহনকারী নামের ফলক। তবে একজন সাংসদের পাশে বসে গাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও ছিল আমার প্রথম। সারা রাস্তাজুড়ে কত কথা হয়েছিল। স্যার আর আজ আমাদের মধ্যে নেই, সবই এখন স্মৃতির পাতায়।

BLA থেকে ''গ্রন্থাগার'' নামে একটি গৃহ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমার কিছু লেখা তাতে কখনো সখনো প্রকাশিত হয়েছে, সে আমার পরম সৌভাগ্য। সেটিও এই বছর তার ৭৫ বছর পূর্ণ করছে। তার সম্পর্কে একটু আলোকপাত না করলে অপরাধ হবে।

১৯৩৭ সলে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ''বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন বুলেটিন'' বা ''বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা'' নামে লাইব্রেরি সায়েন্সের উপর প্রথম সাময়িকী প্রকাশিত হয়, যা একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিল এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর ১৯৫১ সালে বাংলা পত্রিকা ''গ্রন্থাগার'' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছিল, ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তার প্রকাশ অব্যাহত ছিল। ১৯৫৬ সাল থেকে বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ''গ্রন্থাগার'' নামে ইংরেজি অ্যাবস্ট্রাক্টসহ

বাংলায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, নেতৃস্থানীয় গ্রন্থাগারিকদের স্মৃতি, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই বছর ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (BLA) শতবর্ষে পদার্পন করতে চলেছে আমি লেখার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। সেই উপলক্ষ্যে আগামী ২০-২২শে ডিসেম্বর BLA কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে তিন দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। ১০০ বছরের এই দীর্ঘ জার্নিতে কিছুদিনের জন্য আমিও BLA র সাথে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজীবন সদস্যা হিসাবে এর সঙ্গে আছি, সারা জীবন থাকবোও। এই হলো BLA র সাথে এখনও পর্যন্ত আমার ৪০ বছরের পথ পরিক্রমা। আমি আশা রাখি ভবিষ্যতে আরো অনেক ছাত্র/ছাত্রী এখানে পড়ার সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে তারা আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নানা লাইব্রেরিতে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হবে।

।। শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

(আদিমকাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত)

কালানুক্রমিক ধারাবিররণী

সংকলক ঃ রামকৃষ্ণ সাহা

পরিবেশক ঃ ন্যাশানাল বুক এজেন্সী

দাম সাড়ে ছয়শত টাকা

TI

TECTONICS INDIA (SSI Unit)
Regd. Off.: 17/8/6/2 Canal West Road, Kolkata-9

Mob. : 9831845313, 9339860891, 9874723355,
Ph.: 2351-4757 / 2352-5390 / 7044215532
Email : tectonics_india@yahoo.co.in
Website : www.tectonicsindia.co.in

* Library Equipments/ Materials
* All type laboratory manufacturer (Chemistry, Geography, Botany etc.)
* MFG.: Library Rack, Almirah, Newspaper, Paper Stand, Fumigation chamber, Periodical display board, Catelogue, Card Cabinet, Wooden & Steel Bench. Reading Table Book Trolly etc.

Conference / Seminar Hall / Dias and seating arrangement
Compact hall construction / all interior for the institution.

শতবর্ষের আলোকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বীথি বসু*

প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, মহাজাতি সাধারণ পাঠাগার (উন্নত শহর পাঠাগার), কলকাতা-৭০০ ০৪২

একটি উন্নত সমাজের মাপকটি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে গ্রন্থাগার তার মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর উন্নত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, সে সব দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমাজকে এক উন্নত তথা শিক্ষিত এবং অগ্রসর সমাজ ব্যবস্থার মর্যাদা প্রদান করেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন কালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে এক নতুন আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৩৫ সালে সেই সময়ের গভর্ণর জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ কলকাতা শহরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং বিদ্বজনেদের ডেকে একটি সভায় এ বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন। পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি নামে।

স্বাধীনতা পূর্ব ভারতবর্ষের আমরা যে ধরনের গ্রন্থাগার দেখেছি তারমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ লাইব্রেরি, বিভিন্ন একাডেমিক লাইব্রেরি, বিশেষ ধরনের লাইব্রেরি (কোলকাতা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি, জিওলজিকাল লাইব্রেরি, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাইব্রেরি এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক Cultivation লাইব্রেরি) এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরি।

লর্ড কার্জন ভারতের গভর্ণর হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর আগেই ভারতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ছিল। ১৯০২ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি অ্যাক্ট কার্যকরী হয়। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খোলা হলো।

* দূরভাষ - ৯৭৪৮৬ ৮১৪৩৪

এদিকে উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে বঙ্গবাসীরা স্বদেশি আন্দোলনের জন্য নিজেদের তৈরি করে। সমাজে যুবসমাজ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও সমাজচেতনার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে আগ্রহী হয়। এই গ্রন্থাগারে বিপ্লবীদের যোগাযোগ সুপ্তভাবে থাকত।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য গ্রন্থাগারে আন্দোলনই যে অন্যতম উপায় এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়। ১৯১৯ সালে মাদ্রাজে নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রথম নিখিল ভারত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। এরপর পরপর কয়েকটি রাজ্যে সম্মেলন হয়। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও শহরে সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অবিভক্ত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হবে। বাংলাদেশের হুগলী জেলাতেই প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল্য উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া।

১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে গঠিত হয়। প্রথমে 'অলবেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন' নামে অস্থায়ী সাধারণ সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুশীল কুমার ঘোষ হলেন সম্পাদক। ১৯২৮ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে যখন 'দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় তখন 'অলবেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের' পরিবর্তে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' নাম রাখা স্থির হয়। ১৯২৫-১৯৩৩ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে

পরিষদের প্রথম পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশের বহু গুনীজন, পণ্ডিতবর্গ, শিক্ষক, সমাজসংস্কারক ও গ্রন্থাগার প্রেমীরা আন্তরিকভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনকে সর্বদা সমর্থন করেন। এটাই পরিষদের সম্পদ।

১৯৪৬ সালে ১৮৬০ সালের রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী পরিষদের রেজিস্ট্রেশন হয়। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন থেকেই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি কি ভাবে হবে সে বিষয়ে দিক্‌পাত করা হয়। স্বেচ্ছায় বহু মানুষ এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক হন। প্রথম কয়েক বৎসর অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বহু সহৃদয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অর্থ দান করেন। পরিষদ প্রথম থেকেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১৯৩৪ সালে হুগলীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি ট্রেনিং ক্যাম্প হয়। এই ক্যাম্প ট্রেনিং এ আশানুরূপ ফল পাওয়ায় ১৯৩৫ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ৬ মাসের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়। এ কোর্সে স্নাতোকোত্তর শিক্ষার্থী বা কর্মীরা অংশ গ্রহণ করতে পারতো। বহু সাধারণ গ্রন্থাগারে যে সব কর্মীরা কাজ করতেন, তারা সুষ্ঠ প্রক্রিয়াতে গ্রন্থাগারকে কিভাবে পরিচালনা করবেন তারজন্য কোনো উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি তখনও পর্যন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পথিকৃত (১৯৩৭ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা একটি দৃষ্টান্তমূলক প্রক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত)। তার আগে বলতে হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সূচনায় এর নিজস্ব কোনো আস্তানা ছিল না। এই সময় সম্পাদকের বাড়ির ঠিকানায় পরিষদের কাজ চলত। কিছুদিন পর পরিষদের ঠিকানা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি মহাবোধি সোসাইটি ভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশুতোষ মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট ভবন ঠিকানা ব্যবহার করা হতো। ১৯৪৬ সালে যখন পরিষদের রেজিস্ট্রেশন হয় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ঠিকানা ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিষদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পায়। মানুষের মধ্যে এই গ্রন্থাগার বিষয়ক তথ্যাদি জানার আগ্রহ জাগে। পরিষদের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিষদের অফিসে এসে গঠনমূলক কর্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

১৯৫২ সালে মধ্য কলকাতার হুজুরীমল লেনে সামান্য অর্থের বিনিময়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে পরিষদের কাজ শুরু হয়। সান্ধ্যকালীন কাজকর্ম এখানে হতো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পরিষদের সদস্যরা এসে বিভিন্ন প্রকার কাজ পরিচালনা করতেন। অর্থের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হতো। ধীরে ধীরে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে একটু বড়ো পরিসরে আরো একটি জায়গা নেওয়া হয়। এরপর ১৯৬৮ সালে পরিষদের নতুন ভবন তৈরি হয় এন্টালির পদ্মপুকুর অঞ্চলে।

এখানের পরিসর বড়ো হওয়ায় ট্রেনিং-এর সুবিধা হয়। প্রথমে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল ‘এর আগে ১৯৩৭ সালে আশুতোষ কলেজে যখন শিক্ষণ বর্ষের উদ্বোধন হয়। এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়’। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশীর্বাদ বাণী লিখে পাঠান —

“বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের চেষ্ঠা সফল হউক ইহাই কামনা করি। যোগ্য গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া পরিষদ দেশের এক বিরাট চাহিদা মিটাইবে।”

১৯৩৭ সাল থেকে নিয়মিত শিক্ষণ বিভাগ কাজ করে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে একবছরের জন্য বন্ধ যাকে শিক্ষণ বিভাগ। প্রথম বৎসরে শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলচন্দ্র বসু, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, তিনকড়ি দত্ত, কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় এবং ডব্লু সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। পরবর্তী কালে বাংলাদেশেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ ক্রম চালু হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধুমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আন্দোলন নতুন ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিয়ে। প্রথমেই প্রয়োজন হলো গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা। প্রতিটি সম্মেলনই এই আইন বিষয়ক প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু কার্যকর হয়নি।

এরপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, দেশের জনসাধারণের প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গ্রন্থাগার স্থাপন ও পালনের উদ্দেশ্যে পরিষদ পূর্ণমাত্রায় আন্দোলন চালিয়ে যায়। মফঃস্বলের গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য পরিষদ বিভিন্ন কর্মধারা গ্রহণ

করে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের সহযোগিতায় যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে সদ্য সদ্য — যে সব গ্রন্থাগারের কর্মীদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও পরিষদ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলতে হয় পঃবঙ্গে (১৯৫৫-৬০) তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়। যাদবপুর — বর্ধমান — কল্যাণী। উত্তরবঙ্গে হয় ১৯৬২ সালে। এগুলিতে বি.লিব কোর্স চালু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পূর্বে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্স চালু হওয়াতে পরিষদ আশানুরূপ সাড়া পায়। তাই পরবর্তী গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের কোর্স চালু করতে প্রস্তাব রাখা হয়। এই আবেদনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৫ সালে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে। এর পরে এটি ডিগ্রি কোর্সে উন্নীত হয়।

পঃবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পথিকৃত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এখন ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীনতাপূর্ব পর্বে অবিভক্ত বাংলাদেশেও গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যকলাপ যথেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলাদেশের বহু জেলার যেমন ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে রাজা মহারাজা ধনী ব্যক্তিদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশেও সাধারণের বিস্তার শুরু হলো। মানুষকে বোঝানো হয়েছিলো কিভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে মানুষের জীবনে অপরিহার্য তথা সমাজজীবনে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা এলো। কিন্তু বঙ্গদেশ বিভক্ত হলো পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। পরিষদের কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হলেও, তার কার্যকলাপ থেমে রইল না। পূর্ণ উদ্যোগে পরিষদের সম্মেলন বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো — পরিষদের গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রসার, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতার প্রতি উদ্যোগ এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা। প্রতিবৎসর পরিষদের সম্মেলনে নতুন নতুন প্রস্তাব রাখা হয়। শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার, বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার, অর্থের আনুকূল্যে পত্রপত্রিকা ক্রয় ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। সর্বোপরি গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা দূরীকরণ। বৎসরের পর বৎসর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এক এক জেলায়। সেখানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং বিভিন্ন রকমের গ্রন্থাগারের সমস্যার প্রস্তাব রাখা হয়। জেলা গ্রন্থাগারের কর্মী সমস্যা, বেতন ক্রম, পুস্তক সংরক্ষণ ইত্যাদি। পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী শহর ছাড়া গ্রাম, মহকুমা স্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালনা করতে হবে, গ্রন্থাগার শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের জন্য নয়। নিরক্ষর, বয়স্ক, প্রতিবন্ধীদের জন্য গ্রন্থাগারে উপযুক্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পরিষদের প্রতি সম্মেলনেই গ্রন্থাগার আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়। ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা ডঃ শিয়ালি রামামৃত রঙ্গনাথন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃবৃন্দ ডঃ রঙ্গনাথনের মনোভাবের সঙ্গে এক মত হন। স্বাধীনতা পূর্ব সময় থেকেই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু স্বাধীনতার বহু বছর পরেও বিধান সভায় গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয় নাই। এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখতে পাই, ভারতরে কয়েকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পণ্ডিত বর্গ, শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে মিলিত প্রচেষ্টায় লিখিত রিপোর্ট তৈরি করে। এক্ষেত্রে সরকার ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীরা অংশ গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভায় গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়। তদানীন্তন মন্ত্রী পার্থ দে আইনের খসড়া বিধিবদ্ধ করার জন্য বিধান সভায় সুপারিশ করেন। প্রতি সম্মেলনেই গ্রন্থাগার আইনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়। এক্ষেত্রে পরিষদ এই বিষয়ে সমাজের বিশিষ্টবর্গকে নিয়ে এক খসড়া তৈরি করা হয়।

পরিষদের দীর্ঘদিনের দাবী সরকারের কাছে ছিল গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা। ১৯৭৯ সালে ১২ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভায় গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়। তদানীন্তন মন্ত্রী পার্থ দে আইনের খসড়াটি বিধিবদ্ধ করার জন্য বিধানসভায় সুপারিশ করেন। একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও একজন পূর্ণমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার

১। জেলা গ্রন্থাগার

২। শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার

৩। গ্রামীণ-প্রাইমারি ইউনিট/এলাকা গ্রন্থাগার

১) **জেলা গ্রন্থাগার** — কর্মী

ক) গ্রন্থাগারিক — সহ গ্রন্থাগারিক — গ্রন্থাগার

সহকারি

খ) ড্রাইভার — গ্রন্থাগার সহায়ক —
(১) পিয়ন (২) দপ্তরী (৩) বুক বাইণ্ডার
(৪) দারোয়ান

২) **শহর গ্রন্থাগার/মহকুমা গ্রন্থাগার**
ক) গ্রন্থাগারিক
খ) গ্রন্থাগার সহকারি
গ) দপ্তরী কাম বুক বাইণ্ডার
ঘ) দারোয়ান — নাইট গাড

৩) **গ্রামীণ-গ্রন্থাগার/প্রাইমারি ইউনিট**
ক) গ্রন্থাগারিক
খ) কনিষ্ঠ গ্রন্থাগার সহায়ক/(JLA)।

রাজ্যে আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে রুল্‌সও তৈরি হয়। এই আইন পরবর্তী কালে ১৯৮২, ১৯৮৫ ও ১৯৯৮ সালে সংশোধিত হয়।

এই আইনের শর্ত ছিলো সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে — ১) **রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ** গঠিত হবে। প্রতি চার বৎসর অন্তর এর মেয়াদ শেষ হবে। ২) সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে পরিচালনা করার জন্য **লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি** গঠিত হবে। এই লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি প্রতিটি জেলায় গঠিত হয়।

এই আইনের ফলে বামফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নতুন রূপে দান করেছিল। এতদিন পর্যন্ত থাকা বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলিকে (গ্রামে, শহরে, মহকুমায়, পাড়ায়) সরকারি আওতায় আনা হলে।

বার্ষিক অনুদান বরাদ্দ হলো বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী। বহু মানুষের কর্মের সংস্থানে সমাজ জীবনে এক ইতিবাচক অবস্থার অবতারণা হয়। কিছু বেসরকারি সাধারণ গ্রন্থাগারের অনুদান বৃদ্ধি করা হয়। আনুষাঙ্গিক ব্যয়-র (Configenery) জন্যও অর্থ বৃদ্ধি করা হয়। গ্রন্থাগার বিষয় অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ব্যক্তিবর্গ পরিষদের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও গ্রন্থাগার বিষয়ক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই নতুন সাধারণ গ্রন্থাগারের কাঠামো তৈরি করা হয়, বেতনক্রম নির্ধারিত হয়, অবসরকালীন ভাতা, কর্মকালীন ছুটি (বিভিন্ন বিষয়) ও বিবেচিত হয়।

সাধারণ গ্রন্থাগারে নবস্বাক্ষরদের জন্য বিশেষ বিভাগ রাখা হয়। পঃবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার বিভাগের উদ্যোগে CLIC - (Community Library-cum-Informatic Centre) স্থাপিত হয় বলে যার প্রভাব সমাজে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নয়নের পথের নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের (RRRLF) সাহায্য নেওয়া হয়। এই সংস্থার বিভিন্ন Scheme থাকায় সাধারণ গ্রন্থাগার সাহায্য প্রাপ্ত হবে — এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ, গ্রন্থাগার কর্মী ও সমাজের বিশিষ্টজনের সহযোগিতায় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে। প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারেই Computer আছে। ফলে Records রাখার সম্ভাবনা সহজ হয়।

১৯৮১ সাল থেকেই শুরু হয় সাধারণ গ্রন্থাগারে নিয়োগ প্রক্রিয়া। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী যে যে কর্মীরা বিভিন্ন পদে যোগদানে বিবেচিত হন, সে সব কর্মীরা শুধু মাত্র বঙ্গীয় গ্রন্থাগার থেকে Certificate Course শেষ করেন তারাও Rural Library ও Primary Unit Library-তে চাকুরী পান। পরবর্তী কালে পরিষদের সহযোগিতায়, ও সরকারের আদেশনামা অনুযায়ী তারা B. Lib. Sc. কোর্সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানে ভর্তি হন। বহু ছাত্র ছাত্রী B. Lib Sc. পাশ করা সত্ত্বেও Primary Unit বা Rural Library তে চাকুরী পান। কয়েক বৎসর পর কিছু কর্মী আদালতের বিচারে B. Lib র বেতন Scale পান।

পরিষদের কার্যকলাপের আর একটি সংযোজন — Salt Lake F D Block-এ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়।

শতবর্ষের পথে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি আলোক স্তম্ভ। পরাধীন ভারতবর্ষের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিষদ নানারূপ কাজ কর্মের ধারা বজায় রেখে চলেছে। পরিষদের গ্রন্থাগারটি নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিঃসন্দেহে এখান থেকে উপকৃত হন। শিক্ষকমণ্ডলীরা তাদেরকে নিয়মিত

রুটিন ব্যতিরেকে সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত। পরিষদ পরিচালন করতে সরকারি অনুদান নিয়মিত পাওয়া যেত। বিগত এক বৎসর ধরে অনিয়মিত অনুদানের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পরিষদের দৈনন্দিন কাজ দেখাশোনার দায়িত্বে দুই (২) জন কর্মী কাজ করেন। অন্যান্যরা স্বেচ্ছাশ্রম দেন।

প্রত্যেক সদস্য, গ্রন্থাগারপ্রেমি শিক্ষক, পণ্ডিত ব্যক্তি তথা সমাজসংস্কারকদের সহযোগিতা ও প্রত্যাশাবিহীন ভালোবাসায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বেঁচে আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমরা যারা সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিক সংস্থার গ্রন্থাগারিকরা অধিকাংশই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকেই গ্রহণ করেছি এবং করেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা সেজন্য গর্ব বোধ করি।

পরিষদভবনে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, সেমিনার, স্মারক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীরা, পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরাও উপস্থিত হয়ে চেতনার মানকে উন্নীত করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 'গ্রন্থাগার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এইটি পরিষদের মুখপাত্র। পরিষদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রকাশনা বিভাগ। পরিষদের বিভিন্ন সদস্য এবং গ্রন্থাগারিক, শিক্ষকদের রচিত পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়। এই সব পুস্তক গ্রন্থাগার শিক্ষণের সহায়ক নিঃসন্দেহে। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা এই সব পুস্তক নিজ নিজ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহার করেন। কারণ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনার এই সব পুস্তকাদি যথেষ্ট মূল্যবান।

১৯৮০ সাল থেকে পঃবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এক জোয়ার আসে। মানুষের মধ্যে গ্রন্থ প্রীতি, গ্রন্থ সংরক্ষণের প্রতি আগ্রহ আসে। বহু গ্রন্থাগারে শিশু বিভাগ তৈরি হয়। ফলে শিশুদের জন্যও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় একটি নতুন দিকের উন্মোচন হয়। এই সব কাজই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফসল।

কিন্তু বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে পরিষেবা দিতে সক্ষম। কারণ বহু কর্মী অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন। সেই শূণ্যস্থান পূর্ণ হয় নি। বিগত কয়েকবছর ধরে ধীরে ধীরে গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা কমে আসছে। ফলে যে সব গ্রন্থাগারিকরা কাজ করছেন তাঁদের উপর দায়দায়িত্ব বেশি ভাবে পড়ছে। পরিষদের উদ্যোগে, কর্মীদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে 'গণ কনভেনশন' করা হয়। তিন বৎসর হলো ৭৩৮টি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ফলস্বরূপে কয়েকটি জেলায় কর্মী নিয়োগ শুরু হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সাধারণ গ্রন্থাগার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতি বৎসর গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগারিক দিবস পরিষদ — সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি — ইয়াসলিক-এর যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়।

আমরা পরিষদের সদস্যরা, সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা আশাবাদী। আমাদের সামনে সমস্যা এলেও আমরা তা কাটিয়ে উঠতে পারব — এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আমাদের শিখিয়েছে একনিষ্ঠভাবে কর্ম করা, পরিষেবা দেওয়া ও গ্রন্থাগারকে ভালবাসাই গ্রন্থাগারের প্রকৃত অর্থ — তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী আমাদের কানে সর্বদা ভেসে আছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শতবর্ষের পথে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ যে চারগাছটি রোপন করেছিলেন সমাজে আজ তা মহীরূহে পরিণত হয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাত, বহু সমস্যা, বহু অসুবিধার মধ্য দিয়ে আজ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু যে পশ্চিমবঙ্গে এর প্রভাব তা নয়, ভারতবর্ষের বহু রাজ্যেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দৃষ্টান্ত। এমন কি বিদেশেও গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রভাব দেখা যায়। পরিষদের বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এখন তথ্যবিজ্ঞানে (Information Science) রূপান্তরিত।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণী গ্রন্থাগার পরিষদ এর উপর আশীর্বাদ স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের কথায় —

''কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে — কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।''

পরিষদ কথা

হুগলী জেলা শাখা গঠন

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রবিবার আরামবাগে রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলি জেলা শাখার ৪২ তম জেলা বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৩৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে নির্বাচনের মাধ্যম নতুন কমিটি গঠিত হয় নিম্নলিখিত নির্বাচিতদের নিয়ে:

সভাপতি-তাপস চক্রবর্তী। **সহ-সভাপতি**-ঝন্টু চৌধুরী ও অমিত নায়েক। **সম্পাদক**-ড. সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহ-সম্পাদক**-আব্দুল গফফার। **কোষাধ্যক্ষ**-অখিলেন্দু চক্রবর্তী। **সদস্যবৃন্দ**-সোমনাথ মালিক, তরুণ কুমার দত্ত, পার্থ ব্যানার্জী, লক্ষী ঘোষ।

সভায় পরিষদের শতবর্ষে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের আহ্বান জানান পরিষদ কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ। পরিষদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ কুমার ভৌমিক ও সঞ্জয় গুহ। সাধারণ সভা থেকে হুগলী জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করার দাবী জানানো হয়।

মালদা জেলা শাখা গঠন

মালদা জেলা শাখার একবিংশতি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৫ নভেম্বর ২০২৪ মানিকপুর গ্রামের অগ্নিশিখা ক্লাবের বিদ্যাসাগর মঞ্চে।

সভায় পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কর্মসচিব ড. জয়দীপ চন্দ এবং সহ-সভাপতি ও গৌতম গোস্বামী। সভায় পরিষদের আসন্ন শতবর্ষ উদ্‌যাপন সফল করার জন্য সকলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য মত প্রকাশ করেন এবং জেলার বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের সমস্যার জন্য আগামী দিনে লড়াই আন্দোলন করার শপথ গ্রহণ করেন। সভায় স্থির হয় যে, মালদা জেলা শাখা নিজস্ব উদ্যোগে পরিষদের শতবর্ষকে সামনে রেখে জেলাতে স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠান করবে। সাধারণ সভায় আলোচনার শেষে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন জেলা শাখার সভাপতি হয়েছেন **সম্পাদক** হয়েছেন শ্রী সত্যরঞ্জন চৌধুরী, **সম্পাদক** হয়েছেন শ্রী সুব্রতকুমার দাস এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী দীপক মিশ্র।

গ্রন্থাগার কর্মীসংবাদ

বার্ষিক সাধারণ সভা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, কলকাতা জেলার ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে অরুণ কুমার রায় মঞ্চ, (এন্টালি বাণী ইনস্টিটিউট-এ) অনুষ্ঠিত হলো। প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী সহ ৩২ জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্রী বিনয় কুমার বিশ্বাস পতাকা উত্তোলন করেন এবং সকলে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করার পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক শ্রী রজত দাস। এই সভায় ৯ জন সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন।

প্রতিবেদক — **রজত দাস**

জ্যোতি বসু কেন জ্যোতি বসু

প্রদোষ কুমার বাগচী

১ম খণ্ড ঃ ১৯১৪—১৯৫৩

প্রকাশক-একুশ শতক। মূল্য-৬০০ টাকা

‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকার নিয়মাবলি

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **‘গ্রন্থাগার’ প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে)** প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ৩৬০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১৮০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্যচাঁদা বাকি থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলি** মানা প্রয়োজনঃ

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা **A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায়** পরিস্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশি হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **‘গ্রন্থপঞ্জি’** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরেজি তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজি** ভাষায় রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম** এবং **বাংলা ও ইংরেজি** ভাষায় **৭৫ শব্দের** (75 words) মধ্যে **সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি (হাতে লেখা বা ছাপানো) রচনা জমা দিতে হবে। সষ্ট কপি অনলাইনে পাঠাতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি ‘গ্রন্থাগার’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর

iv) রচনাটির **‘কপিরাইট’** বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয় না। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরেজি ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের** মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরেজি যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরেজি ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে ‘এজেন্সি’** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য তিনশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে** সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা **পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা** পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম-৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ ঃ ৮২৭৬০ ৩২১০২

বি.দ্র : গ্রন্থাগার পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ পেতে নজর রাখুন পরিষদের ওয়েবসাইট http://www.blacal.org তে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা
এখন পাওয়া যাচ্ছে

- বিমল কুমার দত্ত
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। ১৯৮৯।
  মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা
- রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা
- ড: বিমলকান্তি সেন
  গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ :
  ইংরেজি - বাংলা; - ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
  মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা
- গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী :
  ১৯১৫-১৯৩০, ১৯৯৪।
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Prof. Panigrahi, P. K., Raychaudhury, Arup, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2016.
  Price : Rs. 500.00
- **Ohdedar, A. K.**
  Book Classification - 1994
  Price : Rs. 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative Volume, 1998.
  Price : Rs. 200.00
- প্রবীর রায়চৌধুরী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন।
  গৌতম গোস্বামী সম্পাদিত;
  সহ-সম্পাদক-জয়দীপ চন্দ, ২০১১
  মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা
- **Raychaudhury, Arup, Majumder, Apurba Jyoti, Chanda, Joydeep**
  Proceedings of Indkoha 2017.
  Price : Rs. 500.00
- **Raychaudhury, Arup and others**
  Proceedings of Indkoha 2019.
  Price : Rs. 500.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী ১৩৫৮-১৪২৮ ● সঙ্কলক ঃ অসিতাভ দাশ ও স্বগুণা দত্ত ● মূল্য ঃ ৫০০.০০ টাকা

২. গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ● বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ● ১৯৩১-১৯৪৭ ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৩. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● সূচিকরণ ● সম্পাদনা ঃ প্রবীর রায় চৌধুরী ● মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা

৪. প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা ● ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত)
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ ● অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৫. রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় ● বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি ● দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ● মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

৬. রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ● গ্রন্থাগার সামগ্রির সংরক্ষণ ● মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা

৭. ড. কৃষ্ণপদ মজুমদার ● পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগারপরিষদ ● মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

৮. রামকৃষ্ণ সাহা ● বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ ● মূল্য ঃ ১২০০.০০ টাকা

৯. **Memorandum of Bengal Library Association ● Price : Rs. 10.00**

১০. **Ohdedar, A. K. The Growth of the library in modern India : 1498-1836 ● Edited by Arjun Dasgupta ● Associate editor : Dr. Krishnapada Majumder, 2019 ● Price : Rs. 300.00**

১১. **Bandopadhyay, Ratna ● Evolution of Resource description ● Price : Rs. 380.00**

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDAR MONTH

Postal Registration No : KOLRMS/83/2022-2024
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

THE BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Vol. 74 No. 9 Editor : Shamik Burman Roy Asst. Editor : Pradosh Kumar Bagchi December 2024

CONTENTS

	Page
Satobarshe hridayer harshe **(Editorial)**	3
Dr. Joydeep Chanda	4
Centenary of the Bengal Library Association & our responsibilities	
Prof. Amitava Chattopadhyay	7
The Bengal Library Association as a professional organization : a brief evaluation	
Goutam Goswami	11
The Bengal Library Association in the light of its centenary	
Dr. Swapna Roy	14
How an adverse situation be converted into opportunities	
Shib Sankar Maity	16
Looking back	
Dr. Gouri Bandyopadhay	18
The Bengal Library Association and me : a memoir (1984-2024)	
Bithi Bose	24
The Public Library System of West Bengal in the light of Centenary Anniversary of the Bengal Library Association	
Association News	29
Library Workers' News	29

Printed & Published by Goutam Goswami for **Bengal Library Association.** Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014. **Phone : 8276032102. E-mail : blacal.org@gmail.com, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World,** P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor :* **Shamik Burman Roy 9748702776(WA)**